বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
জবাবদিহিতা • স্বচ্ছতা
Accountability • Transparency
Comptroller and Auditor General of Bangladesh

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট: ২০০৮-০৯

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসর: ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট : ২০০৮-০৯

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
এর
মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয়

১ম খন্ড

অর্থ বৎসরঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
০২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
০৩.	**প্রথম অধ্যায়**	১
০৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
০৫.	অডিট সম্পর্কিত তথ্যাবলী	৫-৯
০৬.	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	১১-১২
০৭.	অডিটি অফিস এর পরিচিতি	১৩-১৫
০৮.	**দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট পর্যবেক্ষণ সমূহ) ঃ**	১৭-৪৩
	১॥ ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ১.১॥ বিএসটিআই এর পরীক্ষাগার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয়।	২১-২২
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ১.২॥ বিএসটিআইএর ল্যাবরেটরী সমূহের জন্য এক্রিডেটেড ল্যাবের ক্যালিব্রেশন সনদ বিহীন যন্ত্রপাতি ক্রয়।	২৩-২৪
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ১.৩॥ সোনার মান নির্ধারণের জন্য অকার্যকর ও ক্যালিব্রেশন বিহীন গোল্ড টেষ্টার মেশিন ক্রয়।	২৫-২৬
	২॥ মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ২.১॥ নমুনা পরীক্ষায় পণ্য গুনগতমান সম্পন্ন না হওয়া সত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	২৭-২৮
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ২.২॥ গুড়া দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর "মেলামিন" এর উপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর ভূমিকা অস্বচ্ছ।	২৯-৩০

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	৩॥ ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৩.১॥ সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ওজন ও পরিমাপের পন্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণে বিএসটিআই এর ব্যর্থতা।	৩১-৩২
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৩.২॥ বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন না করায় উৎপাদক হয়রানি এবং ভোক্তাগন প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	৩৩-৩৪
	৪॥ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ	
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৪.১॥ মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিল্যান্স টীম কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়নি।	৩৫-৩৬
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৪.২॥ গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের রিপোর্ট-রিটার্ণ প্রস্তুত ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ না করায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর।	৩৭-৩৮
	৫॥ সংস্থাপন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৫.১॥ প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল এবং যানবাহন না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাহত।	৩৯-৪০
	পর্যবেক্ষণ নম্বর ৫.২॥ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাগণকে পদস্থাপন করা হয়নি।	৪১-৪২
০৮.	উপসংহার ও মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ এর ধারা ৫(২), অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ২৪-০৬-১৪১৮ বঙ্গাব্দ / ০৯-১০-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব্ বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

দেশীয় ও আমদানিকৃত পণ্য দেশের বাজারে বিপণনের পূর্বে এর নির্ধারিত ও যথাযথ মান নিশ্চিত করার বিষয়ে বিএসটিআই এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনগণ তথা ভোক্তাদের নিকট চাহিদাকৃত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। সরকারি বিপুল অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে পরিচালিত কার্যক্রমে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতার নীতিসমূহের প্রতিফলন মূল্যায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক' বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) এর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম' এর ওপর পারফরমেন্স অডিট সম্পাদন করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের একজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এবং উপ-পরিচালকের নেতৃত্বে ১৪/১২/০৮ খ্রিঃ তারিখ থেকে ৯/৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এ অডিট পরিচালনা করা হয়।

১৯৫৬ সালে কলম্বো পস্নানের আওতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরী এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI) কে একীভূত করে বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ জারীর মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৫ সালে বিএসটিআই গঠন করা হয়। খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থানসহ দেশে উৎপাদিত রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য, পাট ও বস্ত্র পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, প্রকৌশল পণ্য এবং বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের গুনগতমান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা বিএসটিআই এর দায়িত্ব। উক্ত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে বিএসটিআই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান বিশ্লেষণ, কারখানা পরিদর্শন, গবেষণা, স্ট্যান্ডার্ডস মার্ক প্রদান, লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদানের কাজ করে থাকে।

এ সকল দায়িত্ব পালনে বিএসটিআই কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা পর্যালোচনার লক্ষ্যেই বক্ষ্যমান পারফরমেন্স অডিট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অডিটকালে দেখা যায় যে, বিএসটিআই বাধ্যতামূলকভাবে দেশের ১৫৩ টি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও প্রতিষ্ঠানটির নিজের ল্যাবসমূহই আন্তর্জাতিকভাবে এক্রিডেটেড নয়। এর

ফলে বাংলাদেশী পণ্যের বিদেশে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পারফরমেন্স অডিটকালে আরো পরিলক্ষিত হয় যে, বিএসটিআই আন্তর্জাতিক ল্যাব কর্তৃক প্রদত্ত সনদ বিহীন যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে বিএসটিআই যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ২০০৮ সালে গুড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে "মেলামিন" এর উপস্থিতি নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হলেও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ সকল দুধে মেলামিনের উপস্থিতির বিষয়ে নিজেরা যে সকল পরীক্ষা করেছে তার ফলাফল অডিটকে সরবরাহ করেনি। এ সকল নমুনা অন্য ল্যাবে পরীক্ষা করে নিজেদের ফলাফলের যথার্থতাও যাচাই করেনি। বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার করে পণ্য সামগ্রী মোড়ক জাতকরণ বিধিমালা, ২০০৭ অমান্য করায় ভোক্তা অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার বিষয়টিও অডিটে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিএসটিআই এর কতিপয় দপ্তরে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে পদায়নের ঘটনাও ঘটেছে। বিএসটিআই এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর প্রণীত এম আই এস রিপোর্ট নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি এবং এগুলি যথাযথভাবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপনের প্রমাণকও অডিটকে সরবরাহ করা হয়নি, যা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতার অভাবের পরিচায়ক।

অডিট সম্পাদন শেষে প্রাথমিক প্রতিবেদন ইস্যুর পর কয়েকটি বিষয়ে বিএসটিআই অডিটের সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা ইতিবাচক। চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রণয়নের পূর্বে ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিএসটিআই এর প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তাসহ ত্রি-পক্ষীয় সভায় আলোচনা করা হয় এবং মতামত গ্রহণ করা হয়।

বক্ষ্যমান নিরীক্ষায় বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণাগার, ভোক্তা অধিকার, সংস্থাপন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। পাশাপাশি এ সকল অনিয়ম/ ত্রুটি সংশোধনের জন্য সুপারিশমালাও সংযোজন করা হয়েছে। এসকল সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান উন্নয়নসহ এর ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে বলে অডিট মনে করে।

স্বাক্ষরিত
মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ ২৯-০৫-১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১৩-০৯-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

পর্যবেক্ষণ নং	আপত্তির শিরোনাম	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
	ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
১.১	বি এস টি আই এর পরীক্ষাগার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়।	
১.২	বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরী সমূহের জন্য এক্রিডেটেড ল্যাবের ক্যালিব্রেশন সনদ বিহীন যন্ত্রপাতি ক্রয়।	
১.৩	সোনার মান নির্ধারণের জন্য অকার্যকর ও ক্যালিব্রেশন বিহীন গোল্ড টেষ্টার মেশিন ক্রয়।	
	মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
২.১	নমুনা পরীক্ষায় পন্য গুনগতমান সম্পন্ন না হওয়া সত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	
২.২	গুড়া দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর "মেলামিন" এর উপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর ভূমিকা অস্বচ্ছ।	
	ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ	
৩.১	সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ওজন ও পরিমাপের পন্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণে বিএসটিআই এর ব্যর্থতা।	
৩.২	বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন না করায় উৎপাদক হয়রানি এবং ভোক্তাগন প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	
	আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ	
৪.১	মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টীম কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়নি।	
৪.২	গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের রিপোর্ট-রিটার্ণ প্রস্তুত ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ না করায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর।	
	সংস্থাপনগত পর্যবেক্ষণ	
৫.১	প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল এবং যানবাহন না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাহত।	
৫.২	কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাগণকে পদস্থাপন করা হয়নি।	

অডিট সম্পর্কিত তথ্যাবলি

অডিটি প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of Auditee Institution) : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই)।

নিরীক্ষার বিষয় (Subject of Audit) : বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।

নিরীক্ষার সন (Year of Audit) : ২০০৭-০৮

অডিটের প্রকৃতি (Type of Audit) : পারফরমেন্স অডিট।

নিরীক্ষা দল :
১। ড. এ কে এম মুনিরুল হক, পরিচালক (তত্ত্বাবধান);
২। জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান হাওলাদার, উপ-পরিচালক ও দলনেতা;
৩। জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান আকন্দ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, সদস্য;
৪। জনাব আলী আকবর, এস এ এস সুপার, সদস্য;
৫। জনাব মাহবুব আলম, এসএএস সুপার, সদস্য, পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তর।

নিরীক্ষা কাল :
মাঠ পর্যায়ের অডিট কার্যক্রম (১ম পর্যায়) ঃ ১৪/১২/০৮ - ২৩/১/০৯ = ৩০ কর্মদিবস
প্রধান কার্যালয়ে পর্যালোচনা ঃ ২৭/১/০৯ – ২৯/১/০৯ = ৩ কর্মদিবস
মাঠ পর্যায়ের অডিট কার্যক্রম (২য় পর্যায়) ঃ ০১/০২/০৯–০৯/০৪/০৯= ৪৬ কর্মদিবস

প্রতিবেদন প্রণয়ন :
১। ড. এ কে এম মুনিরুল হক, পরিচালক।
২। জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, উপ-পরিচালক।
৩। জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান আকন্দ, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

প্রতিবেদন ইস্যু :
প্রাথমিক প্রতিবেদন ঃ ২০/১/২০১০ খ্রিঃ
সংশোধিত প্রতিবেদন ঃ ০৩/৩/২০১১ খ্রিঃ
(সংস্থার সর্বশেষ জবাব অন্তর্ভুক্ত করতঃ)

রিপোর্ট ক্লিয়ারেন্স : শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সাথে ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মাধ্যমে।

সার্বিক তত্ত্বাবধান : জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (সার্বিক) (General Objective of Audit)	:	পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ সহ প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনায় মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা (3Es) অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা।
নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (ইস্যু ভিত্তিক) (Issue Based Objective of Audit)	:	**আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ইস্যু :-** • প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা (3Es) অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা। • রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে মান নির্ধারণ, বাজারে বিদ্যমান পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন; **ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত ইস্যু :-** • মান নিয়ন্ত্রণের নির্ধারিত মানদন্ড আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা; **ভোক্তা অধিকার ইস্যু :-** • লাইসেন্স প্রদান কালে প্রদত্ত পণ্যের মানের সাথে বাজারজাতকৃত পণ্যের মান সঠিক আছে কিনা তা যাচাই/ মূল্যায়ন; **মান নিয়ন্ত্রণ ইস্যু :-** • সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যের বিপরীতে অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন; • রাসায়নিক পরীক্ষার ব্যবস্থাবলী পর্যালোচনা পূর্বক সম্পাদিত পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ; **সংস্থাপন ইস্যু :-** • প্রতিষ্ঠানের জনবল ও যানবাহনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সার্বিক মূল্যায়ন। • শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে পদস্থাপনের বিষয়ে মূল্যায়ণ।
নিরীক্ষা পরিধি (Scope of Audit)	:	• প্যারামিটারের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে মান নিয়ন্ত্রণযোগ্য ১৫৩ টি পণ্যের এবং ঐচ্ছিক ভাবে মান নিয়ন্ত্রণযোগ্য অন্যান্য পণ্য সমূহের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে মান নিয়ন্ত্রণ কেইস পর্যালোচনা; • মান নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা; • সরকার নির্ধারিত নীতিমালা ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম; • ভোক্তা অধিকার রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম; • প্রকল্পের আওতায় সমগ্র পূর্ত কাজ পর্যালোচনা; • প্রকল্প বাস্তবায়নে Logistic support পর্যালোচনা;

- প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল;
- মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন;
- সামগ্রিক Monitoring System পর্যালোচনা।

নিরীক্ষার পদ্ধতি
(Methodology of Audit) :

- পারফরমেন্স অডিট পদ্ধতি অনুযায়ী বাস্তব নিরীক্ষা;
- বাজার হতে সংগৃহিত নমুনা BSTI এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর রাসায়নিক পরীক্ষার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় ল্যাবরেটরীতে রাসায়নিক পরীক্ষাকালে সরাসরি পর্যবেক্ষণ;
- সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার সময়কাল পর্যালোচনা;
- কেস ও ওয়ার্ক ষ্টাডি এবং কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস;
- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ;
- প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ;
- সুবিধাভোগীদের সাথে আলাপ আলোচনা;
- BSTI কর্তৃক পণ্যের নিয়ন্ত্রণকৃত মানসমূহ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়ন এর মাধ্যমে পর্যালোচনা;
- এম আই এস রিপোর্ট পর্যালোচনা;
- BSTI ও এর অধীনস্ত দপ্তর এবং প্রকল্প দ্বয়ের আওতায় সম্পদ (জনবল ও সময়) এর আলোকে পারফরমেন্স অডিট করণ;
- এছাড়াও দ্রব্যের ওজন, গুণাগুণ, মান যাচাই ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে অডিট কার্য সম্পাদন;
- বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের যথার্থতা মূল্যায়ন;
- বিএসটিআই-এর প্রকাশনা সমূহ যাচাই/ পর্যালোচনা;
- সামগ্রিক পারফরমেন্স/ কার্যক্রম বিশেষণ;
- একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা;
- লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন।

নিরীক্ষার নির্ণায়ক (সার্বিক) (General Criteria of Audit) : দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মান সমূহের নীতিমালার তুলনা, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ণ, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কিনা তা মূল্যায়ণ, বাস্তব পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন এবং TOE মূল্যয়ণ।

নিরীক্ষার নির্ণায়ক (ইস্যূ ভিত্তিক) (Issue Based Criteria of Audit) :

১. **আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ইস্যু :-**

- মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কার্যকরকরণ-

(ক) বাজারে প্রচলিত পণ্যের যথাযথ মান অর্জনে বিএসটিআই-এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(খ) বিএসটিআই কর্তৃক যাচাইকৃত মানের ওপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(গ) নকল পণ্য প্রতিরোধে বিএসটিআই এর তদারকি/ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।

২. **ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত ইস্যু :-**

- বিভিন্ন পণ্যের দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক মান সমূহের নীতিমালা তুলনা-

(ক) দেশীয় মান সমূহের নীতিমালার তুলনা

(খ) আন্তর্জাতিক মানসমূহের নীতিমালার তুলনা

৩. **ভোক্তা অধিকার ইস্যু :-**

- বাস্তব পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন-

(ক) বাস্তব পর্যবেক্ষণ

(খ) পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

- ভোক্তা সন্তুষ্টি সম্পর্কিত কাগজপত্র/ রিপোর্ট/ প্রতিবেদন-

(ক) বিএসটিআই কর্তৃক প্রকাশিত/ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন

(খ) বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন

৪. **মান নিয়ন্ত্রণ ইস্যু :-**

- মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সামগ্রিক নীতিমালা ও প্রকল্পের নীতিমালা-

(ক) কৃষি ও খাদ্য পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

(খ) পাট ও বস্ত্রের মান নিয়ন্ত্রণ

(গ) নির্মাণ সামগ্রীর মান নিয়ন্ত্রণ

(ঘ) পরিমাপ সম্পর্কিত মান নিয়ন্ত্রণ

(ঙ) সেবা ও অন্যান্য

- বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী নীতিমালা-

(ক) মান অর্জনে সরকারি কর্মসূচী

(খ) মান সম্পর্কিত সরকারি আদেশ/ নির্দেশ

৫. সংস্থাপন ইস্যু :-

- Organizational Setup. TO & E / Charter of Duties-

(ক) যোগ্যতা ভিত্তিক কর্মবন্টন

(খ) তদারকি ব্যবস্থা

নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতা :

(ক) পারফরমেন্স মূল্যায়নের নির্দেশক (Indicator) স্বল্পতা।

(খ) অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Performance Indicator এর আলোকে কার্যক্রম মূল্যায়ন ও মনিটর না করা।

(গ) প্রয়োজনীয় তথ্যাদি Documentation এর সমস্যা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ রিপোর্ট (Consolidated & Compact Report) না থাকা।

(ঘ) পূর্ণাংগ নথিপত্রাদি এবং যথাসময়ে নথিপত্র উপস্থাপন না করা।

(ঙ) সময়ের স্বল্পতা বিবেচনায় অডিটের আওতা ও নমুনা সীমিত রাখা।

অডিটের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিএসটিআই কর্তৃক গৃহীত সংশোধনমূলক কার্যক্রম :

(ক) বিভিন্ন ফিস আদায়ের জন্য কার্বন কপিসহ রশিদ বই প্রস্তুত করা হয়েছে। পূর্বে এটি ছিল না। ফলে মুড়ি ও ইস্যুকৃত স্লিপে টাকার অংকে কোন পার্থক্য থাকলেও তা যাচাই করা যেত না।

(খ) গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির ওপর এম আই এস রিপোর্ট তৈরী করে মহাপরিচালক বরাবর উপস্থাপন করা হচ্ছে মর্মে জানানো হয়েছে। পূর্বে এটি করা হত না। ফলে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে মহাপরিচালক অবহিত হতে পারতেন না। এর ফলে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নাজুক ছিল।

(গ) আটককৃত ভেজাল পণ্য ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়েছে।

(ঘ) যন্ত্রপাতি ক্রয়ের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরী থেকে ক্যালিব্রেশন সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দাখিলের বিষয়টি উল্লেখ করা হচ্ছে।

(ঙ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ বিধানটি ২৭/১২/২০০৯ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি যা অডিটের সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তীতে কার্যকর করা হয়েছে। এ সময়ে দেশের সকল ভোক্তাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

(Exective Summary)

বিএসটিআই একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫(১৯৮৫ সনের xxxvii নং অধ্যাদেশ) বলে ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Central Testing Laboratory এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউটশন (BSTI) কে একীভূত করে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সংশ্লিষ্ট দেশে উৎপাদিত রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য কৃষি ও খাদ্যদ্রব্য , পাট ও বস্ত্রপণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, প্রকৌশল পণ্য সামগ্রী সহ বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের গুনগতমান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব। বিশেষ করে ভেজাল ও নকল প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমানে বিএসটিআই বাধ্যতামুলকভাবে ১৫৩ টি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

এ সকল দায়িত্ব পালনে এবং জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে, তা পর্যালোচনা জন্য এ পারফরমেন্স অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কার্যকর ভূমিকা পালন, সেবার মান উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা ও ফলপ্রসূতা অর্জনের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। অডিটে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ-

<u>প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ ঃ-</u>

- বিএসটিআই এর গবেষণাগারসমূহ আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন সম্পদ প্রাপ্ত নয়। ফলে এই ল্যাব কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিভিন্ন পণ্যের মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়।
- বিএসটিআই গবেষণাগারের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এক্রিডেটেড ল্যাবের ক্যালিব্রেশন সনদ ছাড়াই ক্রয় করছে।
- নমুনা পরীক্ষার পণ্যের গুণগত মান না পাওয়া সত্বেও উক্ত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়নি এবং পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বন্ধ করা হয়নি।
- গুড়া দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্য ক্ষতিকারক "মেলামিনের" উপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিএসটিআই স্বচ্ছ ভূমিকা পালন করেনি। তাঁরা এককভাবে পরীক্ষা করে শুধুমাত্র ইয়াশলী-১ নামক গুড়া দুধে মেলামিন পাওয়া গেছে মর্মে সিদ্ধান্ত নিলেও অন্যান্য ল্যাবে তারা নমুনাসমূহ Cross Test করে নিশ্চিত হয়নি যে অন্যান্য গুড়া দুধের নমুনাতেও মেলামিন আছে কিনা।
- বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে মোড়কজাত পণ্য বিধিমালা-২০০৭ এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভোক্তা অধিকার ক্ষুন্ন করেছে।

- গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রণয়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট তা উপস্থাপন করা হয়না। ফলে প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর।
- সংস্থাটি জনবল সংকটে থাকায় যথযথভাবে দায়িত্বপালন করতে পারছেনা, তাছাড়াও সংস্থাটি শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত পদে কর্মকর্তা পদায়ন করছেনা।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ ঃ-

- বিএসটিআই এর ল্যাবসমূহ দ্রুত এক্রিডিটেশন করা প্রয়োজন।
- আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মান নির্ণয়ের জন্য বিমান ও স্থলবন্দরসমূহে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা প্রয়োজন।
- বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীসমূহের মধ্যে Inter Laboratory Proficiency Testing চালু করা প্রয়োজন।
- ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভ্রাম্যমান টেস্টিং ল্যাবরেটরী (Mobile Testing Laboratory) এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেটের যথার্থতা যাচাই করা আবশ্যক।
- এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে বিদ্যমান যন্ত্রপাতিসমূহের ক্যালিব্রেশন এর যথার্থতা যাচাই ও নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- নমুনা পরীক্ষায় মানোত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ পণ্যের লাইসেন্স বাতিলসহ বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স,৮৫ এবং পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের ক্ষতিকারক উপাদানের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি ল্যাবের ফলাফলের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে একাধিক ল্যাবে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।
- মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিতকরণ ও প্রমাণক সংরক্ষণ আবশ্যক।

অডিটি অফিস (বিএসটিআই)-এর পরিচিতি

১। বিএসটিআই এর সৃষ্টি:

১৯৫৬ সালে Colombo Plan এর অধীনে ঢাকায় Central Testing Laboratory (CTL) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২৫শে জুলাই ১৯৮৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের XXXVII নং অধ্যাদেশ) বলে সরকারী প্রতিষ্ঠান Central Testing Laboratory (CTL) ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (BDSI) কে একীভূত করে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে কৃষি পণ্য বিপণন ও শ্রেণী বিন্যাস পরিদপ্তরটি বিএসটিআই'র রসায়ন পরীক্ষণ উইং এর সাথে একীভূত হয়। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিএসটিআই একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।

২। বিএসটিআই এর উদ্দেশ্য:

বিএসটিআই এর মূল কাজ চারটি–

১) জাতীয় মান প্রণয়ন করা ।

২) প্রণীত মানের ওপর ভিত্তি করে পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা।

৩) ওজন ও পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

৪) পরীক্ষাগারে পণ্য-সামগ্রী পরীক্ষা করে পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান ।

খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সংশ্লিষ্ট পণ্য দেশে উৎপাদিত, রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য কৃষি ও খাদ্য দ্রব্য, পাট ও বস্ত্র পণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স এবং প্রকৌশল পণ্য সামগ্রীসহ বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যের মান প্রণয়ন, গুনগতমান বাস্তবায়ন ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বিএসটিআই দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সর্বোপরি দেশীয় শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্যের মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশে পণ্যের মানকে আন্তর্জাতিক বাজারের উপযোগী করে তোলাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে BSTI বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান বিশ্লেষণ, কারখানা পরিদর্শন, গবেষণা, স্ট্যান্ডার্ড মার্ক (Standard Mark) প্রদান, লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান ইত্যাদি কাজও করে থাকে।

৩। বিএসটিআই এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োগযোগ্য প্রযোজ্য বিধি-বিধানসমূহ:

পণ্যের মান প্রণয়ন এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বর্তমান বিদ্যমান বিএসটিআই কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য উল্লেখযোগ্য বিধি-বিধানসমূহ নিম্নরূপ:

(i) The Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985

(ii) The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982

(iii) The Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) Rules, 1989

(iv) The Pure Food Ordinance, 1959

(v) লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬

(vi) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ ওজন এবং পরিমাপ (পণ্যসামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭

৪। **বিএসটিআই এর সাংগঠনিক কাঠামো ঃ**

- ঢাকাস্থ সদর দপ্তর ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে ৬টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ঢাকা চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি টেস্টিং ল্যাবরেটরী রয়েছে।

বিএসটিআই সদর দপ্তরে নিম্নলিখিত ৬টি উইং এর মাধ্যমে যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদন করে থাকে ঃ-

(ক) প্রশাসনিক উইং (খ) রসায়ন পরীক্ষণ উইং (গ) ফিজিক্যাল টেষ্টিং উইং (ঘ) মেট্রোলজী উইং (ঙ) মান উইং (চ) সার্টিফিকেশন এন্ড মার্কিং (সিএম) উইং (ছ) ওয়ানস্টপ সার্ভিস

(ক) প্রশাসনিক উইংঃ এই উইং বিএসটিআই-এর অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, বেতন-ভাতাদি প্রদান সকল উইং-এর নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করাসহ প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(খ) রসায়ন পরীক্ষণ উইংঃ এই উইং বাংলাদেশে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্য, আমদানি/রপ্তানিকৃত পণ্য, জৈব/অজৈব, খাদ্য/খাদ্যজাত পণ্য এবং বাধ্যতামূলক পণ্য সামগ্রী পরীক্ষণ/বিশ্লেষণ কার্য সম্পাদন করে পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান করে থাকে। সংশ্লিষ্ট মানের সাথে উক্ত প্রতিবেদন যাচাইপূর্বক বিএসটিআই উক্ত পণ্যের বিপরীতে সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

(গ) **ফিজিক্যাল টেষ্টিং উইংঃ** এই উইং নিম্নে বর্ণিত ৩টি বিভাগের আওতায় মান নিয়ন্ত্রণের কাজ করে থাকে।

(১) টেক্সটাইল বিভাগ— এই বিভাগে কাপড়, শাড়ী, লুঙ্গি, উলেন জার্সি, রেইন কোট, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার সুতা, তাবু, মশারী, তুলা, বেল্ট, তৈরী পোষাক, বিভিন্ন প্রকার ডাইস ও কেমিক্যালস ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

(১) ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ— এই বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী যেমন এসি, এনার্জি মিটার, সিলিং ফ্যান, ক্যাবলস, ব্যালাষ্ট, ড্রাইসেল ব্যাটারী ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

(৩) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ – এই বিভাগে সিমেন্ট, বালি, পাথর, এমএস বার (রড), জিআই পাইপ, পিভিসি পাইপ, জুতা, ছাতা, রাবার, সিরামিক, কাগজ, জিপি শীট,সিআই শীট (ঢেউটিন) ইত্যাদি পণ্যের নমুনা ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

(ঘ) **মেট্রোলজী উইং ঃ** বাংলাদেশে মেট্রিক সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৮২ সালে "The Standards of Weights and Measures Ordinaince- 1982" জারী করা হয়। উক্ত Ordinaince বলে ওজন ও পরিমাপে Primary ও Secondary Unit প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং এর আওতায় বিএসটিআই কর্তৃক Mass, Volume, Temperature, Pressure প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদানসহ ওজন ও পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক সিস্টেম (SI Unit) প্রচলনের কাজ পরিচালনা করে থাকে।

(ঙ) মান উইং ঃ- বিএসটিআই বাংলাদেশ এর জাতীয় মান সংস্থা (National Standards Body)। মান উইং এর ৫টি বিভাগ ও ৬টি বিভাগীয় কমিটির অধীনে মোট ৭৩টি কারিগরি কমিটি (শাখা কমিটি) এর মাধ্যমে বিএসটিআই জাতীয় মান প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

সাধারণতঃ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বণিক সমিতি, ক্যাব ও বিভিন্ন এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞসহ পণ্যের উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ সব কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। দেশের প্রায় ৯০০ (নয় শত) বিশেষজ্ঞ/প্রতিনিধি জাতীয় মান প্রণয়ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

জুন ২০০৮ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত বিএসটিআই'র প্রণীত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) এর সংখ্যা ২৬২৪ (দুই হাজার ছয় শত চব্বিশ)টি। বিএসটিআই আন্তর্জাতিক মান সংস্থাসমূহের সদস্য হিসাবে ISO, IEC, CODEX ইত্যাদি আন্তর্জাতিক মানকে জাতীয় মান হিসেবে সরাসরি গ্রহণ করে থাকে। এ যাবৎ আন্তর্জাতিক মানসমূহের গৃহীত সংখ্যা ৯৮২ (নয় শত বিরাশি)টি। মান উইং ইতোমধ্যে গুণগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর আন্তর্জাতিক মান ISO 9000; পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর ISO 14000; ফুড সেফটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ওপর ISO 22000 কে বাংলাদেশ মান হিসেবে গ্রহণ করেছে।

(চ) সার্টিফিকেশন এন্ড মার্কিং (সিএম) উইং ঃ নতুন সিএম লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়নের উদ্দেশ্যে কারখানা পরিদর্শন, পণ্যের নমুনা সংগ্রহকরণ, রাসায়নিক পরীক্ষার পরীক্ষণ ফি ও মার্কিং ফি নির্ধারণ ইত্যাদি ছাড়াও বাজারের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্স বাতিলসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এতদ্‌উদ্দেশ্যে সার্ভিলেন্স টীম ও মোবাইল কোর্ট গঠন, পণ্য জব্দ অভিযান ও মামলা রুজুকরণ, কারখানা সীলকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

(ছ) ওয়ানস্টপ সার্ভিস ঃ

বর্তমান বিএসটিআই'র কাজের পরিধি বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত/বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুনগতমান সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম নিদিষ্ট সময়ে সম্পাদনের মাধ্যমে জনসাধারণকে ত্বরিৎ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৪-০২-০৮ তারিখে গ্রাহকদের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই সার্ভিস নিম্নরূপ সেবা প্রদান করছে ঃ

১। জনসাধারণকে সিটিজেন চার্টার মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে পণ্য পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করা।

২। অকৃতকার্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অকৃতকার্যতার কারণসহ পরীক্ষণ ফলাফল গ্রাহককে অবহিত/সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৩। এসএমই শিল্প এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের দ্রুত সেবা প্রদান,

৪। পণ্যের গুনগতমানের লাইসেন্স দ্রুত প্রদান,

৫। মিডিয়াসেলের মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনয়ন,

৬। মান বিক্রয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পারফরমেন্স অডিট পর্যবেক্ষণসমূহ

পারফরমেন্স সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১॥ ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১.১	বিএসটিআই এর পরীক্ষাগার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়।	১৭-১৮
১.২	বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরী সমূহের জন্য এক্রিডেটেড ল্যাবের ক্যালিব্রেশন সনদ বিহীন যন্ত্রপাতি ক্রয়।	১৯-২০
১.৩	সোনার মান নির্ধারণের জন্য অকার্যকর ও ক্যালিব্রেশন বিহীন গোল্ড টেষ্টার মেশিন ক্রয়।	২১-২২

২॥ মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
২.১	নমুনা পরীক্ষায় পন্য গুনগতমান সম্পন্ন না হওয়া সত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	২৩-২৪
২.২	গুড়া দুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর "মেলামিন" এর উপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর ভূমিকা অস্বচ্ছ।	২৫-২৬

৩॥ ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৩.১	সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ওজন ও পরিমাপের পন্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণে বিএসটিআই এর ব্যর্থতা।	২৭-২৮
৩.২	বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন না করায় উৎপাদক হয়রানি এবং ভোক্তাগন প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত।	২৯-৩০

৪॥ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৪.১	মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টীম কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়নি।	৩১-৩২
৪.২	গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের রিপোর্ট-রিটার্ণ প্রস্তুত ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ না করায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর।	৩৩-৩৪

৫॥ সংস্থাপন সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৫.১	প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল এবং যানবাহন না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাহত।	৩৫-৩৬
৫.২	কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাগণকে পদস্থাপন করা হয়নি।	৩৭-৩৮

১১ ল্যাবরেটরী সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং- ১.১১

শিরোনাম ঃ **বিএসটিআই এর পরীক্ষাগার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়।**

বিবরণ ঃ

বিএসটিআই এর ২০০৭-০৮ সনের পারফরমেন্স অডিট পরিচালনাকালে বিএসটিআই ল্যাবের আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন এর বিষয়টি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে,

কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্টিং মেশিন ফর সিমেন্ট, ক্যাপাসিটি কিলোনিউটন উক্ত মেশিন দ্বারা EN -197-, মোতাবেক সিমেন্ট এর কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্ট এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত Central Testing Laboratory (CTL) এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Standards Institution (BDSI)কে একীভূত করে বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ জারীর মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএসটিআই এর কার্যক্রম শুরু হয়। অথচ দীর্ঘ ২৫ বৎসরেও বিএসটিআই এর কোন ল্যাবরেটরীই আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন পায়নি। ফলে এই ল্যাব কর্তৃক প্রণয়নকৃত বিভিন্ন পণ্যের মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নয়। এর ফলে-

- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও চাহিদা থাকে না। ফলে পণ্য রপ্তানিতে অসুবিধা হয়।
- বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান এর ওপর মন্তব্য করা কঠিন হয়। এর ফলে নিম্নমানের পণ্যও বাংলাদেশ বাজারে প্রবেশের সুযোগ থাকে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
- ল্যাবরেটরীর এক্রিডেটেশনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনাযোগ্য-

  - ব্যবহৃত/ ভবিষ্যতে ক্রয় করা হবে এমন যন্ত্রপাতির ক্যালিব্রেশন আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেড ল্যাবরেটরী দ্বারা এক্রিডিটেড হতে হবে।
  - ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত রি-এজেন্ট/ রাসায়নিক দ্রব্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মান সম্পন্ন হতে হবে।
  - ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষণ/ বিশ্লেষণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের (কর্মকর্তা/ টেকনিশিয়ান) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানের হতে হবে।

অডিটকালে দেখা যায় যে, এক্রিডিটেশন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Bangladesh Accreditation Board Act, 2006 পাশ হয়েছে। কিন্তু এর আওতায় গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় নি। তবে বিএসটিআই অতি সম্প্রতি তাদের ২/১ টি ল্যাবের এক্রিডিটেশনের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি আন্তর্জাতিক ল্যাব (NPL-National Physical Laboratory, Delhi, India) এর সাথে যোগাযোগ করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিএসটিআইতাদের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে জানায় যে, বিএসটিআই তে EU-UNIDO এর আর্থিক সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের Cement Testing Lab, Microbiological Lab এবং Food Testing Lab এই ৩টি Lab কে এক্রিডিটেড ল্যাবে উন্নীত করার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া Textile Lab এর Refurbishment এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এটি শেষ হলে এক্রিডিটেশনের জন্য আবেদন করা হবে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, ২০/৬/২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board For Testing & Calibration Labrotories (NABL) এ ৭৩টি প্যারামিটার এক্রিডিটেশনের জন্য আবেদন করা হয় যার চূড়ান্ত এ্যাসেসমেন্ট শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এছাড়াও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে বুথ অফিস খোলা হয়, শাহজালাল আন্তর্জাতিকবিমান বন্দর, আইসিডি কমলাপুর ও বেনাপোল স্থল বন্দরে আবেদনের প্রেক্ষিতে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পণ্যের Uniform মান বজায় রাখার জন্য বিভাগীয় ল্যাবের সাথে প্রধান কার্যালয়ের Inter Laboratory Comparision Testing করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

NABL এ এক্রিডিটেশনের উদ্যোগ ইতিবাচক। তবে ল্যাবরেটরী এক্রিডিটেশনের বিষয়ে বিএসটিআইকর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। ১৯৮৫ সালে বিএসটিআই পুনর্গঠনের ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কেবলমাত্র ২/৩ টি ল্যাবের এক্রিডিটেশনের জন্য আবেদনের প্রাথমিক প্রস্তুতি প্রতিষ্ঠানটির দক্ষতা ও কার্যকারিতা এবং জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তা অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি প্রমাণ করেনা।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- **দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষার পাশাপাশি রপ্তানিযোগ্য পণ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ল্যাবসমূহের দ্রুত এক্রিডিটেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।**
- **আমদানিকৃত পণ্যের মান দ্রুত পরীক্ষনের লক্ষ্যে বিমানবন্দর, নৌ বন্দর এবং স্থল বন্দরসমূহে আমদানিযোগ্য পণ্যের ধরনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়তার আলোকে গুনগতমান পরীক্ষণ ল্যাব স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করা আবশ্যক।**
- **দেশের সর্বত্র পণ্যের Uniform মান বজায় রাখার নিমিত্তে বিভাগীয় শহরে বিদ্যমান BSTI ল্যাবরেটরী সমূহের সাথে প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে Inter Laboratory Comparision Testing এর প্রক্রিয়া আরো জোরদারকরণ আবশ্যক।**
- **বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণসহ ভ্রাম্যমান টেস্টিং ল্যাবরেটরী স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।**

পর্যবেক্ষণ নং- ১.২।

শিরোনামঃ

বিএসটিআইএর ল্যাবরেটরীসমূহের জন্য এক্রিডেটেড ল্যাবের ক্যালিব্রেশন সনদ বিহীন যন্ত্রপাতি ক্রয়।

বিষয়বস্তু ঃ

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ আর্থিক সনের কার্যক্রম এর ওপর পারফরমেন্স অডিটকালে পরীক্ষণ ল্যাবসমূহে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়কালে এক্রিডেটেড ল্যাব হতে এক্রিডিটেশন সনদ গ্রহণ করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে মন্তব্যসহ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির তালিকা সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলে কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র যন্ত্রপাতির তালিকা সরবরাহ করে (পরিশিষ্ট-১ সংযুক্ত ছবি)। কিন্তু এক্রিডেটেশন সনদ গ্রহণ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক সরবরাহ করেনি।

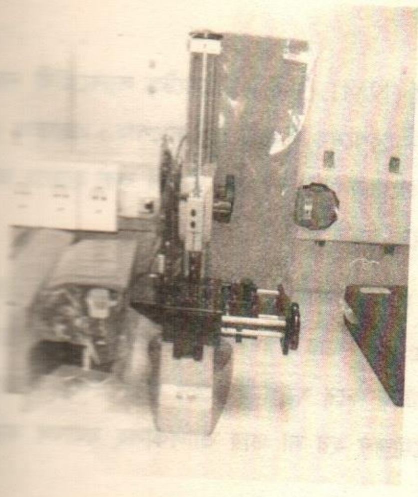

ব্লক গেজ কমপেটর রেঞ্জঃ- ০-১০০ মিঃমিঃ
লেংথ এন্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরী কর্তৃক স্লাইড ক্যালিপার্স, মাইক্রোমিটার, প্লেনগেজ, রিংগেজ, ব্লক গেজ, সিলিন্ডারগেজ, লাইনগেজ, ডায়ালগেজ ইন্ডিকেটর, স্টীল রুল, মেজারিং টেপ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ভেরিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন এবং টেস্টিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিএসটিআই কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা, পরীক্ষাগারের জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির ক্রয়ের নথি ও সংশিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর ক্রয়/ আমদানি ডকুমেন্টস এর ওপর ভিত্তি করে উক্ত মালামাল/ যন্ত্রপাতি বুঝে নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমদানি ডকুমেন্টস যেমন ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট ও বিল অব এন্ট্রি নেই। এতে নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য ক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ফলে পণ্যের মান প্রণয়নে এবং পণ্যের গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা রিপোর্ট সঠিক না হওয়ারও সম্ভাবনা থেকে যায়। এ কারণে যন্ত্রপাতিসমূহ সরবরাহকারীর নিকট হতে এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরী হতে Valid Calibration Certificate প্রদানের শর্তারোপ করে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার প্রয়োজন রয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিএসটিআইতে যে সকল যন্ত্রপাতি রাজস্ব খাত/ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয় সেগুলো প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট রিসিভিং কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে পরীক্ষা করে কার্যকারিতা নিশ্চিত হওয়ার পর গ্রহণ করা হয়। যে কোন যন্ত্রপাতি গ্রহণকালে কার্যাদেশে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন সাপেক্ষে কেবল যন্ত্রপাতি বুঝে নেয়া হয়। ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে বিএসটিআই/মন্ত্রণালয় জানায় যে, অডিটের সুপারিশ মোতাবেক এখন থেকে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরী হতে Valid Calibration Certificate দাখিলের শর্তারোপ করা হয়েছে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, BSTI এর সকল যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে Calibration Certificate এর প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক নয়। সরবরাহের সময় কারিগরি কমিটির মাধ্যমে কার্যাদেশে বর্ণিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে যন্ত্রপাতি বুঝে নেওয়া হয়। বিদ্যমান যন্ত্রপাতি গুলোর মধ্যে যে গুলো বিএসটিআই এর ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী (NML) ক্যালিব্রেশন করতে পারে সেগুলো NML এর মাধ্যমে ক্যালিব্রেশন করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

অডিট চলাকালে Valid Calibration Certificate এর ভিত্তিতে যন্ত্রপাতি গ্রহণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে বিএসটিআই এর সর্বশেষ জবাব অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শর্তারোপের গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, অডিটের সুপারিশের পরেই তারা এ শর্তারোপ করেছে। কিন্তু বিএসটিআইতে বিদ্যমান যন্ত্রপাতিসমূহ সংগ্রহকালে Valid Calibration Certificate গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল যা তারা গ্রহণ করেনি।

ন্যাশনাল মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী (NML) –ই এক্রিডেটেড ল্যাবরেটরী নয়। ফলে NML এর মাধ্যমে ক্যালিব্রেশনের বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। এছাড়াও যে সকল যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেশনের প্রয়োজন হয় না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে তার তালিকাসহ যথাযথ কারণ জানানো হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

ক) যন্ত্রপাতি/ মালামাল সরবরাহকারী কর্তৃক দাখিলকৃত Valid Calibration Certificate এর যথার্থতা সংশিষ্ট সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যাচাই করে যন্ত্রপাতি গ্রহণ করা এবং যে সকল যন্ত্রপাতি এক্রিডেটেশনের প্রয়োজন হয় না তার তালিকাসহ যথাযথ কারণ জানানো আবশ্যক।

খ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ শিপিং ডকুমেন্টস এর ভিত্তিতে গ্রহণ করা আবশ্যক।

পর্যবেক্ষণ নং- ১.৩।

শিরোনামঃ	সোনার মান নির্ধারণের জন্য অকার্যকর ও ক্যালিব্রেশন বিহীন গোল্ড টেস্টার মেশিন ক্রয়।
বিষয়বস্তু ঃ	বিএসটিআই, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ সনের কার্যক্রমের ওপর পারফরমেন্স অডিট পরিচালনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ৯,১০,১২,১৪,১৬,১৮,২০,২২ ও ২৪ ক্যারেট টেস্টিং রেঞ্জ এর ২টি গোল্ড টেস্টের মেশিন টেন্ডারের মাধ্যমে মের্সাস জাকারিয়া ইন্টারন্যাশনাল হাউস নং- ৫৯, রোড নং- ৭, সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন এর নিকট থেকে ১৩/০১/২০০৮ তারিখে টাকা ১,৯০,০০০/- ব্যয়ে সংগ্রহ করা হয় (পরিশিষ্ট- ২ সংযুক্ত)।
- কার্যাদেশে টেন্ডার শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে মেশিনদ্বয় "রিসিভিং" কমিটির নিকট বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশনা ছিল।
- তদানুযায়ী জনাব আশীষ রতন সেন উপ-পরিচালক (রসায়ন) এর নেতৃত্বে গঠিত ৩ সদস্যের একটি কমিটি "টেন্ডার সিডিউল ও কার্যাদেশ এর শর্তানুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে" মর্মে প্রত্যয়ন দিয়ে মেশিনদ্বয় বুঝে নেন।
- গত ৩/৯/২০০৮ তারিখে সোনার Impurity পরীক্ষার লক্ষ্যে একটি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য গোল্ড টেস্টার মেশিনদ্বয়ের কার্যকারিতা পরীক্ষাকালে দেখা যায় যে মেশিন ২টি অকার্যকর।
- মেশিন ২টি মেট্রোলজি বিভাগের হওয়া সত্ত্বেও রসায়ন বিভাগের কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে "রিসিভিং কমিটি"/সার্ভে কমিটি গঠনের মাধ্যমে অকার্যকর মেশিন বুঝে নেয়া হয়েছে।
- মেশিনদ্বয় কোন এক্রিডিটেড ল্যাবরেটরী থেকে ক্যালিব্রেশন করে নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ	বিএসটিআই তাদের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ ব্রডশীট জবাবে জানায় যে, নিরীক্ষার সুপারিশের আলোকে যে কোন ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট ক্রয়কালে কার্যাদেশে এক্রিডেটেড ল্যাব হতে ক্যালিব্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের শর্ত অন্তর্ভুক্ত থাকে। সে মোতাবেক যন্ত্রপাতি গ্রহণ করার সময় এক্রিডেটেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে যন্ত্র গ্রহণ করা হয়। সার্টিফিকেটের যথার্থতা E-mail এ যোগাযোগ করে অথবা Web site থেকে যাচাই করে নেয়া হয়। ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, নিরীক্ষা

সুপারিশের আলোকে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অকার্যকর মেশিন ক্রয় ও বুঝে নেওয়ার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণকে ইতিমধ্যে শোকজ করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। পূর্ণাঙ্গ গোল্ড টেস্টিং ল্যাব বিএসটিআই এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

জবাবে অডিটের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক সাম্প্রতিক (২২/৩/০৯ তারিখের) একটি যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার নোটিশে এক্রিডিটেশন সনদ দাখিলের শর্তারোপ করা হয়েছে। অকেজো গোল্ড টেস্টার মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে সাম্প্রতিক যে কার্যকরী ব্যাবস্থা গৃহীত হয়েছে তা ইতিবাচক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- **অকার্যকর মেশিন ক্রয় ও বুঝে নেয়ার সাথে জড়িত এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।**
- **যন্ত্রপাতি ক্রয়কালে অডিটের প্রাথমিক সুপারিশ অনুযায়ী এক্রিডিটেড ল্যাবরেটরী হতে ক্যালিব্রেশন সংক্রান্ত সনদ নেয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ এবং তা যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক।**

২.১ মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং- ২.১।

শিরোনামঃ নমুনা পরীক্ষায় পণ্য গুনগতমান সম্পন্ন না হওয়া সত্ত্বেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণঃ বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত তথ্যাদি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ সনে খোলা বাজার হতে মোট ২১৩ টি খাদ্যজাত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯০টি নমুনা পণ্যের মান সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি অর্থাৎ সঠিক মান পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-৩ সংযুক্ত)। অপর দিকে খাদ্যজাত পণ্য ব্যতীত অপরাপর পণ্যের ৮৭৪টি নমুনা সংগ্রহ করে মাত্র ১০টি নমুনা পরীক্ষা করে ৭টি পণ্যের মান সঠিক পাওয়া যায় এবং ৩টি পণ্যের মান বাংলাদেশের মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়নি। উক্ত নিম্নমানের পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শোকজ নোটিশ/লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করলেও অডিটের নিকট এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণক সরবরাহ করেনি। অপরদিকে নিম্নমানের বা ভেজালযুক্ত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা সত্ত্বেও বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র সিএম লাইসেন্স বাতিল বা শোকজ নোটিশ জারী করাই বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়। বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর সেকশন ৩৩সি(১) অনুযায়ী কোন পণ্যের মান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী না হলে বিএসটিআই এর মহাপরিচালক লিখিতভাবে উক্ত কারখানা বন্ধ করতে এবং যে স্থানে উক্ত পণ্য গুদামজাত করে রাখা হয়েছে তাও বন্ধ করে দিতে পারবেন। কিন্তু বন্ধ করা হয়নি।

> BSTI Ordinance, 1985 এর Section-33C(1) এর বিধান নিম্নরূপঃ
> **"If, after examination, it is found that any article which does not conform to the Bangladesh Standard established by the Institution in relation to that article, the Director General may, by an order in writing, close, in such manner as may be prescribed, the factory producing such article or the premises where such article are stored, kept or traded."**

✓ এছাড়াও বাংলাদেশ Pure Food Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVIII of 1959) এর Section-37 এবং 38 এর বিধান অনুযায়ী কোন মানব খাদ্যের মান সঠিক বা ভেজালযুক্ত হলে তা আটক (seize)-সহ ধবংস করা উচিত ছিল, পাশাপাশি উৎপাদন প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়াও বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। এ সকল কারণে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে না বলে অডিট মনে করে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ প্রাথমিক জবাবে জানায় যে, Pure Food Ordinance, 1959 বিএসটিআই'র নিজস্ব কোন আইন নয়। বিএসটিআই তার নিজস্ব আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সংস্থা/ মন্ত্রণালয় ১৮/০২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে জানায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বৎসরে ২১৩টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক

বিএসটিআই ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৯০টি নমুনা অকৃতকার্য হওয়ায় বিধি অনুযায়ী শোকজ নোটিশ জারী করা হয়। যারা জবাব প্রদান করেনি বা যাদের প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হয়নি তাদের সি এম লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদান করেছে তা পর্যালোচনা করে এবং তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পুনরায় কারখানা ও খোলা বাজার হতে নমুনা সংগ্রহ করে বিএসটিআই ল্যাবে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় যে সকল নমুনা নিম্নমানের পাওয়া যায় তাদের সি এম লাইসেন্স বাতিলসহ পণ্য বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে Bangladesh Pure Food (Ammendment) Act- 2005, এ ৪১ এ ধারা বিএসটিআই এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও ইন্সপেক্টরদের কেবলমাত্র Prosecuting Officer হিসেবে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, ২১৩টি নমুনার মধ্যে ৯০টি নমুনা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় এবং বিধি মোতাবেক তাদের লাইসেন্স বাতিলসহ পণ্যের বিক্রয়/বিপণন নিষিদ্ধ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ –

<u>প্রথমত</u> ঃ- সরবরাহকৃত প্রমাণক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ সালের জন্য অর্থাৎ অডিট পিরিয়ডের জন্য মাত্র ৪টি লাইসেন্স বাতিল এবং ৫টি শোকজ নোটিশ জারী করা হয়েছে। অপর প্রমাণকসমূহ আলোচ্য অডিট পিরিয়ডের জন্য প্রযোজ্য নয়।

<u>দ্বিতীয়ত</u> ঃ- মান পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নিম্নমানের অবশিষ্ট (৯০-৯) = ৮১টি পণ্যের ক্ষেত্রেই কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

<u>তৃতীয়ত</u> ঃ- Pure Food Ordinance, 1959 এর বিধানসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর সরকার কর্তৃক কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় নি। তাছাড়া বিএসটিআই এর মহাপরিচালক উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী "National Food Safety Advisory Council"এর একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আইনটি প্রয়োগের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- **নমুনা পরীক্ষায় মানোত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ অপরাপর পণ্য সমূহের ক্ষেত্রে কেন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তা চিহ্নিত করা সহ দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।**
- **ভবিষ্যতে এ ধরনের মান অনুত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স এবং পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।**

পর্যবেক্ষণ নং- ২.২।

শিরোনামঃ

গুড়াদুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর 'মেলামিন' এর উপস্থিতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিএসটিআই এর ভূমিকা অস্বচ্ছ।

বিষয়বস্তু ঃ

বিএসটিআই এর ২০০৭-০৮ আর্থিক সনের কার্যক্রম এর ওপর পারফরমেন্স অডিট সম্পাদনকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিএসটিআই বাধ্যতামূলকভাবে মোট ১৫৩টি পণ্য/দ্রব্যের সঠিকমান নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত (পরিশিষ্ট- ৪ সংযুক্ত)। গুড়াদুধ উক্ত তালিকাভুক্ত একটি পণ্য। খাদ্যদ্রব্য হিসেবে এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাতীয় পণ্য (যেমন- ইনফ্যান্ট ফরমূলা, দই, আইসক্রীম, চকোলেট, টফি, কনডেন্সড মিল্ক, কনডেন্সড ফিল্ড মিল্ক ইত্যাদি) উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হিসেবে গুড়াদুধ এর প্রচুর চাহিদা/ব্যবহার রয়েছে। ২০০৮ সালে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়— গুড়াদুধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যে ক্ষতিকর বিষাক্ত মেলামিন নামীয় রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি/ অস্তিত্ব রয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যর জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ মাস স্পেকটোমিটার (জি সিএমএস) যন্ত্রের মাধ্যমে দুগ্ধজাত পণ্যে মেলামিনের উপস্থিতি নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার হয়।

এমতাবস্থায় গুড়াদুধ ও দুগ্ধজাতীয় কি পরিমাণ নমুনায় 'মেলামিন' এর উপস্থিতি/ অস্তিত্ব পরীক্ষা করা হয়েছে, তার টেস্ট রিপোর্টসহ সকল নথি ও রেকর্ডপত্রাদি এবং বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের প্রমাণক অডিটের নিকট উপস্থাপনসহ আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে শুধুমাত্র ৪৮৬টি নমুনা সংগ্রহ করে ৪৬১টি নমুনা পরীক্ষাতে ১টিতে মেলামিন এর অস্তিত্ব পায় বলে মতামত প্রদান করা হয় কিন্তু তার সপক্ষে কোন নথি বা পরীক্ষণ রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

সেপ্টেম্বর/২০০৮ হতে অদ্যাবধি অডিট চলাকালীন পর্যন্ত দুগ্ধ জাতীয় পণ্যে মেলামিন পরীক্ষার জন্য মোট ৪৮৬ টি নমুনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৪৬১ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং মাত্র ১ টি নমুনায় (ইয়াশলী-১) এ মেলামিনের অস্তি ত্ব পাওয়া গিয়েছে। বাকিগুলোতে মেলামিনের অস্থি পাওয়া যায়নি।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় পণ্যের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের সময় জনগুরুত্ব ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনা করে এ সকল পণ্যে মেলামিনের উপস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। WHO এর মাধ্যমে থাইল্যান্ড ও জার্মানির এ্যাক্রিডেটেড ল্যাবে মেলামিন এর উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য প্রেরণকৃত নমুনার পরীক্ষণের ফলাফল ও বিএসটিআই ল্যাবের পরীক্ষনের ফলাফলের কোন তারতম্য পাওয়া যায়নি। বিএসটিআইতে যে সকল ল্যাব এক্রিডেটেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে সে সকল ক্ষেত্রে Inter Laboratory Comparision (ILC) Testing /PT তে অংশগ্রহণ করে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরী আন্তর্জাতিক এক্রিডিটেশন সনদ প্রাপ্ত নয়। বিএসটিআই এক্রিডেটেশন না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে Inter Laboratory Cross Testing করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক ছিল। জনস্বাস্থ্যের প্রতি মারাত্মক ক্ষতিকারক মেলানিনের উপস্থিতির বিষয়ে শুধুমাত্র বিএসটিআই ল্যাবের ফলাফলের ওপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। বরং এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের অন্যান্য খ্যাতিমান ল্যাবে (যেমনঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ল্যাব, বিসিএসআইআর (সায়েন্স ল্যাব) এবং অন্য কোন এক্রিডিটেড ল্যাবে (বিদেশস্থ)) নমুনা সমূহের Cross Testing করা উচিৎ ছিল যা বিএসটিআই করেনি। অডিটের নিকট টেষ্ট রিপোর্টের ফলাফল এবং মতামত না দেয়ার কারণে বিএসটিআই এর কার্যক্রম অস্বচ্ছ বলে অডিট মনে করে।

৪৮৬ টি দুগ্ধজাতীয় পণ্যের নমুনার মধ্যে ৪৬১টির নমুনা পরীক্ষা হয় অবশিষ্ট ২৫ টি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা না করার বিষয়টি স্বচ্ছতার পরিচায়ক নয়।

বিদেশী ল্যাবের প্রেরণকৃত নমুনা পরীক্ষার ফলাফল ও বিএসটিআই- এর ল্যাবের পরীক্ষার ফলাফলের তুলনামূলক বিবরণী না পাওয়ায় বিএসটিআই কর্তৃক জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম ও তথ্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

প্রমাণক না পাওয়ায় ILC/ PT তে অংশগ্রহণ ও সফলতার সাথে উত্তীর্ণের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- **জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম ও তথ্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অবলম্বন করা আবশ্যক।**
- **ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোর লক্ষ্যে Inter Laboratory Cross Testing করার বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।**

৩। ভোক্তা অধিকার সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং-৩.১।

শিরোনামঃ **সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ ওজন ও পরিমাপের পণ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিকারের সংরক্ষণে বিএসটিআই এর ব্যর্থতা।**

বিবরবস্তু ঃ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস্ এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ আর্থিক সনের কার্যক্রম এর ওপর পারফরমেন্স অডিট কালে কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়—শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৮-০১-২০০৭ তারিখের এসআরও নং ০৪-আইন/২০০৭ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭ জারী করা হয়। এই বিধিমালায় স্তরভিত্তিক পণ্য মোড়কজাত করে বিক্রির বিধান রয়েছে। কিন্তু বাজার যাচাই করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পণ্য পরিমাপের স্তরভিত্তিক মোড়কজাত না করে কিছু পরিমাণ কমে মোড়কজাত করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন, ১ লিটারের সয়াবিন তৈল, ৯৫০ মিঃ লিঃ এ বা ৯০০ মিঃ লিঃ এ, আবার ১ কেজি পণ্য ৯৫০ গ্রাম বা ৯০০ গ্রাম এ ইত্যাদি। এরূপ ক্ষেত্রে ভোক্তাগণ খুচরা হিসেবে কোন দোকানদারের নিকট হতে পণ্য ক্রয়ের সময় ১ লিটার বা ১ কেজি পণ্য চাইলে দোকানদার ক্রেতাকে ১ লিঃ বা ১ কেজির স্থলে মোড়ক হিসেবে ৯৫০ মিঃ লিঃ বা ৯০০ গ্রাম সরবরাহ করছে– কারণ ১ লিটার বা ১ কেজি ওজনের অনেক পণ্যই উৎপাদকগণ ১ লিঃ বা ১ কেজির স্থলে ৯৫০ মিঃ লিঃ বা ৯০০ গ্রাম পরিমাপে মোড়কজাত করে বাজারজাত করছে। ফলে ১ লিটার/ ১ কেজির প্রকৃত মূল্য পরিশোধ করেও ভোক্তা সঠিক পরিমাপ/ওজনের পণ্য না পাওয়ায় ভোক্তার অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে।

> **"General direction of the affairs and functions of the Institution.— (1) The general direction and administration of the affairs and functions of the Institution shall vest in a Council which may exercise all powers and perform all functions which may be exercised or performed by the Institution.**
>
> **(2) The Council shall, in discharging its duties, be guided by such instructions as may be given to it by the Government from time to time."**

অথচ বিএসটিআই'র কাউন্সিল সভায় সরকার কর্তৃক ১৮-০১-২০০৭ তারিখের জারীকৃত এসআরও এর বিধানটি বার বার ইচ্ছামতো কার্যকর এবং বাদ দেয়া হচ্ছে। ফলে সরকারের পণ্যের ওজন ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিধানটি কার্যকর না হওয়ায় ভোক্তাগণ তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

(১) উক্ত বিধিমালাটির বিধান গত ০৮-০৪-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসটিআই'র ১৯তম কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১ জানুয়ারী হতে কার্যকর করা হয় এবং ২০তম কাউন্সিল সভায় উক্ত বিধানটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

(২) পুনরায় ২১তম কাউন্সিল সভায় কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২২তম সভায় পুনরায় বিধানটি বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

তাছাড়া সরকার কর্তৃক জারীকৃত এসআরও এর বিধান বিএসটিআই'র কাউন্সিল কর্তৃক বাদ দেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। BSTI Ordinance, 1985 এর section-6 এ কাউন্সিলের দায়িত্ব নির্ধারিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

শিল্প মন্ত্রণালয়ের ১৮/০২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, অডিটের পরামর্শ মোতাবেক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে গত ২৭/১২/০৯ তারিখের বিএসটিআই কাউন্সিলের ২৪তম সভায় ১৮/১/০৭ তারিখের বর্ণিত এস,আর,ও টি পুনরায় কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, বিধিমালা ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বর্তমানে মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

বিএসটিআই/ মন্ত্রণালয় এর সর্বশেষ জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা গেলেও ১৮/১/২০০৭ এর এসআরও এর বিধানটি ২৭/১২/০৯ তাং পর্যন্ত কার্যকর না করে বিএসটিআই ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভোক্তা অধিকার ক্ষুন্ন করেছে। এ সময়ে দেশের সকল ভোক্তাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **১৮/১/২০০৭ থেকে ২৭/১২/০৯ পর্যন্ত (প্রায় ৩ বৎসর) ভোক্তা অধিকার ক্ষুন্ন করার বিষয়ে দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।**
- **বিএসটিআই কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত ২৭/১২/০৯ তারিখের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে তা যাচাই করা প্রয়োজন।**

পর্যবেক্ষণ নং- ৩.২।

শিরোনামঃ **বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন না করায় উৎপাদক হয়রানি এবং ভোক্তাগণ প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত।**

বিষয়বস্তু ঃ বিএসটিআই এর ওপর পারফরমেন্স অডিটকালে খোলা বাজার (O.M) হতে সংগৃহীত নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষার নথি, সিএম নথি পর্যালোচনায় ও অন্যান্য প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়— সিএম উইংয়ের তত্ত্বাবধানে খোলা বাজার হতে বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে রসায়ন উইং হতে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত সংগৃহীত যে সকল নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষায় খাদ্য দ্রব্যের মান সঠিক পাওয়া যায়নি, সে সকল কিছু পণ্যের উৎপাদনকারী কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিশ প্রদান করা হয়েছে । কিছু প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র সিএম লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু BSTI Ordinance, 1985 এর Section-33C(1) অনুযায়ী উক্ত উৎপাদনকারী এবং Bangladesh Pure Food Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVIII of 1959) এর বিধান অনুযায়ী অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত Ordinance বিধান নিম্নরূপ:

BSTI Ordinance, 1985 এর Section-33C(1) এর বিধান নিম্নরূপ:
"If, after examination, it is found that any article which does not conform to the Bangladesh Standard established by the Institution in relation to that article, the Director. General may, by an order in writing, close, in such manner as may be prescribed, the factory producing such article or the premises where such article are stored, kept or traded."

Bangladesh Pure Food Ordinance, 1959 (Ordinance No. LXVIII of 1959) এর Section-37 মোতাবেক মানব খাদ্য বা খাদ্য দ্রব্যের উপকরণ যদি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযোগী অথবা ভেজালযুক্ত হয় তবে তা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা পরিদর্শক কর্তৃক উক্ত খাদ্যানুপযোগী পণ্য আটক করবেন; এবং আটককৃত পণ্য Section-38 এর বিধানানুযায়ী দুইজন সাক্ষী থাকা শর্তে পণ্যের মালিক বা তা প্রতিনিধির সামনে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস করার বিধান রয়েছে;

- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিএসটিআই কর্তৃক ভেজাল দ্রব্য আটক বা ধ্বংস করার মত কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি অথবা উক্ত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করণে নিষিদ্ধ ঘোষণার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নমুনা সংগ্রহ এবং রাসায়নিক পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে বা উৎপাদকগণকে হয়রানি করার জন্য সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনা করা হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। কেননা কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় এরূপ অনেক অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু অভিযোগের তদন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত টীম দ্বারা করানো হয় এবং তদন্তে তাদের অব্যাহতি প্রদান করা হয়। ফলে অভিযোগ করেও স্টকহোল্ডারগণ যথাযথ প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হয় (নমুনা প্রমাণক পরিশিষ্ট- ৫ ও ৬ সংযুক্ত)। তবে অডিটকালে ব্যক্তিগত নথি সরবরাহ না করায় (১টি মাত্র নথি সরবরাহ করা হয়েছিল) সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। অপরাপর ব্যক্তিগত নথিতে এ ধরনের আরও অভিযোগ পাওয়া যাবে মর্মে অডিট মনে করে। অর্থাৎ বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে না এবং ভোক্তাগণ প্রাপ্য সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে বলে অডিট মনে করে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রাথমিক জবাবে উল্লেখ করে যে, Pure Food ordinance বিএসটিআই'র নিজস্ব আইন নয়। বিএসটিআই শুধুমাত্র BSTI ordinance, 1985 অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরবর্তীতে ১৮/২/১০ তারিখে ব্রডশীট জবাবে বিএসটিআই জানায় যে, পণ্য পরীক্ষা করে মান সম্মত না হলে অর্থাৎ লাইসেন্সের শর্ত ভংগ করে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করলে তা জব্দ ও ধ্বংস করা হয়। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ভিলেন্স টীম ও মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রকাশিত হচ্ছে। অডিটের পরামর্শ মোতাবেক এ কার্যক্রম আরো জোরদার করা হচ্ছে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টারে অভিযোগ বক্স খোলা হয়েছে এবং সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

প্রথমতঃ Pure Food ordinance' 1959 (২০০৫ সালের সংশোধনীসহ) প্রয়োগ করতে বিএসটিআইএর কোন বাধা নেই। তাছাড়া বিএসটিআই এর মহাপরিচালক Pure Food ordinance এর Section- 4a এর অধীন গঠিত National Food Safety Advisory Council এর সদস্য। **দ্বিতীয়তঃ** অডিটকালীন সময় পর্যন্ত নিম্নমানের পণ্য জব্দ ও ধ্বংস করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তবে ১৮/২/১০ তারিখের ব্রডশীট জবাবে ও ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে যে সকল পণ্য জব্দ ও ধ্বংস করা হয়েছে তা অডিটের পরের সময়কালের।

অডিটের সুপারিশঃ

- **খোলা বাজার হতে সংগৃহীত নমুনার যথাযথ পরীক্ষণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর পরীক্ষণে পণ্যের গুণগত মান সংশ্লিষ্ট মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না (does not conform) হলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ জোরদার করা আবশ্যক।**
- **Pure Food (Amendment Act), 2005 অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রসিকিউটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করা আবশ্যক।**
- **নিম্নমান সম্পন্ন পণ্য জব্দ ও ধ্বংস করার কার্যক্রম নিশ্চিত করা ও প্রচার মাধ্যমে প্রচার জোরদারকরণসহ অব্যাহত রাখা আবশ্যক।**
- **সার্ভিলেন্স টীম ও মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম বৃদ্ধি করাসহ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।**

৪। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং-৪.১।

শিরোনাম: **মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়নি।**

বিবরণ : বিএসটিআই এর ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের কার্যক্রম/ হিসাব এর ওপর পারফরমেন্স অডিটকালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়

- বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে এবং বিএসটিআই কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম কর্তৃক আরোপিত জরিমানা বাবদ ৫,০৩,৮৮,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে।
- উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক চাওয়া হলে বিএসটিআই জানায় যে, পরিচালিত মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম যে জেলার অধিক্ষেত্রাধীনে সম্পন্ন হয় উক্ত জেলার জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট এর পেশকারের মাধ্যমে আরোপিত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়ে থাকে। এ কারণে বিএসটিআই-এ সরকারি কোষাগারে অর্থ জমার কোন প্রমাণক রাখা হয় না।
- অডিটের চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত্র লেখা হয়েছে বলে জানানো হয় এবং কয়েকটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য অডিটে উপস্থাপন করা হয়।
- উপস্থাপিত তথ্যে মাত্র ১১,৮৩,৬০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমার বিবরণী রয়েছে, যার সাথে চালানের কপিও সরবরাহ করা হয়নি। অর্থাৎ মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টিম কর্তৃক আদায়কৃত জরিমানার অবশিষ্ট (৫,০৩,৮৮,০০০- ১১,৮৩,৬০০) = ৪,৯২,০৪,০০০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক না থাকায় অডিট এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি।
- বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ মোতাবেক জেলা প্রশাসক বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিএসটিআই কর্তৃক মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টীম পরিচালিত হয়। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যয় বিএসটিআই কর্তৃক বহন করে থাকে।
- এ কারণে মোবাইল কোর্ট ও সার্ভিলেন্স টীম কর্তৃক আরোপিত জরিমানা আদায়ের টাকার হিসাব এবং সরকারি কোষাগারে জমার সপক্ষে চালানের কপি বিএসটিআই কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এতদ সত্বেও বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ তা করছেন না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

বিএসটিআই/শিল্প মন্ত্রণালয় তাদের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে জানায় যে, ভ্রাম্যমান আদালতে বিএসটিআই এর কর্মকর্তাগণ শুধুমাত্র প্রসিকিউশন প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রসিকিউশন অনুযায়ী বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে আর্থিক দন্ড প্রদান করেন। আদায়কৃত এ সকল জরিমানার অর্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের সাথে আগত পেশকারগন রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকেন, যা পরবর্তীতে ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। জরিমানা অর্থ আদায় ও ট্রেজারিতে জমা প্রদানের সাথে বিএসটিআই এর কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা নেই বিধায় ট্রেজারী চালানের কপি সংগ্রহ বা বিএসটিআইতে সংরক্ষণের কোন সুযোগ নেই।

অডিটের মন্তব্যঃ

জবাব পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, জরিমানা বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার হিসাবের বিষয়ে পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে।

অডিটের সুপারিশঃ

- **বিএসটিআই এর পক্ষে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা ও হিসাব সংরক্ষণের বিষয়ে স্বচ্ছতা আনয়ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে বিএসটিআই এর জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ ও আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ হিসাব বিবরণী ও প্রমাণক বিএসটিআইতে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা জারী করা আবশ্যক।**
- **বিএসটিআই এর পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসন কর্তৃক জমাকৃত টাকার হিসাব ও প্রমাণক সংগ্রহ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা আবশ্যক।**

পর্যবেক্ষণ নং-৪.২।

শিরোনামঃ

গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের রিপোর্ট রিটার্ণ ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ না করায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর।

বিষয়বস্তু ঃ

বিএসটিআই এর ঢাকা কার্যালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে পলিক্ষিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহের ওপর কোন এম আই এস (Management Information System) রিপোর্ট প্রস্তুত ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয় না। ফলে স্টেকহোল্ডারগন সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কিনা, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এবং যথাযথভাবে নমুনা পরীক্ষা এবং সেবা গ্রহীতাকে সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা, কতটি নমুনা পরীক্ষা করে কতটি মানোত্তীর্ণ পাওয়া গেল, মান অনুযায়ী পণ্যের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি সর্ম্পকে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত অবহিত হতে পারছেন না। ফলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ যথাযথ সংশোধন বা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ বিএসটিআই অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর রয়েছে।

- কাজেই জনস্বার্থে নিম্নবর্ণিত রিপোর্ট-রিটার্ণসমূহ বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত ও তা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয় ঃ-

(১) লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন সংক্রান্ত নমুনা প্রাপ্তি এবং উক্ত নমুনার মধ্যে Chemical Test এ মানোত্তীর্ণ (Conform) এবং মান অনুত্তীর্ণ (Does not Conform) সম্পর্কিত রিপোর্ট-রিটার্ণ :

(ক) মান অনুত্তীর্ণ নমুনাসমূহের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা সম্পর্কিত রিপোর্ট;

(খ) মান অনুত্তীর্ণ নমুনা সমূহের বিপরীতে যে পণ্যগুলির লাইসেন্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইস্যু করা হয়নি তার কারণ সম্পর্কিত রিপোর্ট;

(২) মান অনুত্তীর্ণ নমুনা সমূহের ওপর গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত রিপোর্ট-রিটার্ণ:

(ক) নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে মান অনুত্তীর্ণ নমুনা সমূহের ওপর গৃহীত কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কিত রিপোর্ট-রিটার্ণ :

(i) রাসায়নিক পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য পণ্য উৎপাদন ও বাজার জাতকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ সংক্রান্ত রিপোর্ট;

(ii) লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে পণ্য বাজারজাত করা হয়ে থাকলে তা বাজার হতে প্রত্যাহার করণ সংক্রান্ত রিপোর্ট;

(খ) নবায়ন লাইসেন্সের ক্ষেত্রে রাসায়নিক পরীক্ষা মান অনুত্তীর্ণ নমুনাসমূহের "ব্যাচ" বাজার হতে আটক /প্রত্যাহার সংক্রান্ত রিপোর্ট-রিটার্ণ :

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষার ফি, সার্টিফিকেশন ও মার্কিং ফি সহ সকল "ফি" আদায় সংক্রান্ত রিপোর্ট;

উল্লিখিত রিপোর্ট-রিটার্ণ সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা প্রয়োজন বলে অডিট মনে করে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয় না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বিএসটিআই/শিল্প মন্ত্রণালয় তাদের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে জানায় যে, অডিটের পরামর্শ অনুযায়ী এখন থেকে সার্ভিলেন্স টীম/ মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম সহ খোলা বাজার থেকে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষান্তে যে গুলো নিম্নমানের পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই মহাপরিচালকের নিকট পেশ করা হচ্ছে।

২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে রির্পোটে তৈরী করে মহাপরিচালক ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষণ ফি, সি এম ফি ইত্যাদি যথাযথভাবে আদায় ও বিএসটিআই তহবিলে জমা নিশ্চিত করা হয়।

অডিটের মন্তব্যঃ

নিরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী বিএসটিআই কর্তৃক রিপোর্ট-রিটার্ণ উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি ইতিবাচক। তবে রাসায়নিক পরীক্ষার ফি, সি এম পরীক্ষার ফি আদায় ও বিএসটিআই তহবিলে জমা করার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশঃ

- **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে অডিটের সুপারিশ মোতাবেক মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে যে রিপোর্ট তৈরী করা হয় তাতে Chemical Test এর conform ও doesn't conform সম্পর্কিত রিপোর্ট-রিটার্ণ অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক।**
- **পরীক্ষণ ফি, সি এম ফি ইত্যাদি যথাযথ ভাবে আদায় ও BSTI তহবিলে জমা প্রদান ও মনিটরিং এর বিষয়টি জোরদারকরণ আবশ্যক।**

৫। সংস্থাপনগত পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ নং-৫.১।

শিরোনামঃ **প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল এবং যানবাহন না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম ব্যাহত।**

বিষয়বস্তু ঃ বিএসটিআই কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো, কর্মরত জনবল এবং যানবাহনের হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় বাংলাদেশে প্রায় ১৫ (পনের) কোটি জনগণের জন্য খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন/সরবরাহ হচ্ছে তার তুলনায় বিএসটিআই'র জনবল এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন অপর্যাপ্ত রয়েছে। অডিটকালীন সময়ে শূন্য পদ ৪৭.৯২% (পরিশিষ্ট- ৭ সংযুক্ত) দেখা যাচ্ছে। এ কারণে বর্তমানে কর্মরত জনবল দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের পণ্যমান নিশ্চিত ও সমগ্র দেশের জন্য বিদ্যমান মাত্র ১৩টি যানবাহন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নহে। তবে যে জনবল রয়েছে সে জনবলের মাধ্যমেই নিম্নমানের পণ্য উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এবং বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এবং অপরাপর আদেশাবলীর যথাযথ প্রয়োগ করে উদাহরণ সৃষ্টির মাধ্যমেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ প্রাথমিক জবাবে প্রতিষ্ঠানটি জানায় যে, ভোক্তাস্বার্থ বিবেচনা করে সিএম লাইসেন্স প্রাপ্ত পণ্যের নমুনাসংগ্রহ পূর্বক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে জনবলের অভাবে এ কাজটি যথাযথভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। বিএসটিআই/ মন্ত্রণালয় তাদের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ ব্রডশীট ও ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, বর্তমান সরকার বিএসটিআইএর জন্য ১১৩টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছেন। জনবল নিয়োগও সমপন্ন হয়েছে। বিএসটিআই এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে আরও নতুন কিছু পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে যা সরকারের বিবেচনাধীন। ৫টি জেলা শহরগুলিতে বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিএসটিআইএর TOE অনুযায়ী যে কয়টি গাড়ী প্রভিশন আছে তার সবকয়টি বর্তমানে আছে । উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের মাধ্যমে আরো ৩টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্যঃ

বিএসটিআই এর জন্য সরকার কর্তৃক জনবল বৃদ্ধি/ পদসংখ্যার বৃদ্ধির অনুমোদন ও নিয়োগের বিষয়টি একটি ইতিবাচক দিক। তবে বিএসটিআই এর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাস্তবতার আলোকে আরও নতুন পদ সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

অডিটের সুপারিশঃ

- বিএসটিআই এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যৌক্তিকভাবে এর জনবল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- বিএসটিআই এর কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য সদর দপ্তর সহ এর বিভাগীয় অফিসসমূহকে জনবল এবং কারিগরি উভয় দিক থেকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন।
- বিভাগীয় শহরের পাশাপাশি অন্যান্য বড় বড় শহরগুলি, বিশেষ করে যেখানে পণ্য উৎপাদন করা হয় সে সকল স্থানে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক।
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, সার্ভিলেন্স টীমের কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহনের অনুমোদন/ ব্যবস্থা করা এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- জেলা শহরগুলোতে আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটরিং করা আবশ্যক।

পর্যবেক্ষণ নং-৫.২।

শিরোনামঃ কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মকর্তাগণকে পদস্থাপন করা হয়নি।

বিষয়বস্তু ঃ

বিএসটিআই কার্যালয়ের পারফরমেন্স অডিটকালে কর্মকর্তাগণের শিক্ষাগতযোগ্যতা ও কর্মবণ্টন সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়— বিএসটিআই এর কর্মকর্তাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজের প্রকৃতির বিপরীতে কর্মবণ্টন বা পদস্থাপন করা হয়নি । গুরুত্বপূর্ণ ২টি পদের পদায়ন বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বর্তমান পদ	নিয়োগবিধি (২০০৫) অনুযায়ী পদায়ন যোগ্য পদ
১	জনাব সফিকুর রহমান	ডিপেল্লামা ইন টেক্সটাইল	পরিচালক (রসায়ন)	পরিচালক (পদার্থ)
২	জনাব ড. হুমায়ুন কবীর	এম এস সি (রসায়ন), পিএইচডি	পরিচালক (পদার্থ)	পরিচালক (রসায়ন)

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির খাদ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত পণ্য ও সেবাসমূহের বাংলাদেশ মান (বিডিএস) প্রণয়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। বিএসটিআই'র মোট ৬টি উইংয়ের মধ্যে ৪টি উইং যথা: মান, রসায়ন, পদার্থ ও সিএম উইং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। উইংয়ের প্রধান হিসেবে পরিচালকগণের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা মহাপরিচালক এবং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।

বিএসটিআই এর রসায়ন পরীক্ষণ উইং, মান প্রণয়ন উইং ও সার্টিফিকেশন এন্ড মার্কিং (সি.এম) উইং- এর কাজসমূহ রসায়ন শাস্ত্র সংশ্লিষ্ট। এ জন্য উক্ত তিনটি উইং রসায়ন শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার কর্মকর্তা পদস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে

পদার্থ পরীক্ষণ এবং মেট্রোলজি উইং এ যথাক্রমে পদার্থ বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং এর যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাকে পদায়ন বা পদস্থাপন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু উল্লিখিত তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায় যোগ্যতার ভিত্তিতে পদস্থাপন বা কর্মবণ্টন করা হয়নি।

এমতাবস্থায় কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন না করায় বিএসটিআই এর উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণ জনিত ত্রুটি বলে অডিট মনে করে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ সংস্থা/ মন্ত্রণালয়ের ১৮/২/১০ তারিখের সর্বশেষ জবাবে ও ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত জবাবে জানান হয় যে, জনবল সংকট এবং কাজের স্বার্থে এক উইং এর কর্মকর্তাকে অন্য উইং এ বদলী করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষাকালীন সময়ে বর্ণিত উইং সমূহের পরিচালক পদে ভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাগণকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বিধি বহির্ভূতভাবে এক উইং এর কর্মকর্তাকে অন্য উইং এ পদোন্নতি প্রদান করায় যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি বদলীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে স্ব স্ব উইং এ পদায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ নিরীক্ষার পরামর্শ অনুসারে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাকে উপর্যুক্ত পদে পদায়ন ইতিবাচক দিক। তবে এ ব্যবস্থা যাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- **সকল উইং ও নিয়োগ বিধি এবং কাজের প্রকৃত অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তাকে উপযুক্ত পদে পদায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।**
- **প্রয়োজনে বিদ্যমান নিয়োগবিধিটি পুনঃ পর্যালোচনা করতঃ শিক্ষাগত যোগ্যতা পুনঃ নির্ধারণ করা যেতে পারে।**

উপসংহার ঃ-

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) একটি জন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিএসটিআই এর ওপর ২০০৭-০৮ সনের পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করে ২০/১/২০১০ খ্রিঃ প্রাথমিক অডিট রিপোর্ট ইস্যুর পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৮/০২/২০১০ খ্রিঃ তারিখের ব্রডশীট জবাবের আলোকে রিপোর্টের সংশোধনসহ ২৩/১২/২০১০ খ্রিঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের উপস্থিতিতে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অডিট রিপোর্টে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণসমূহের কিছুটা পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয় এবং পর্যবেক্ষণসমূহ বিএসটিআই এর কার্যাবলী জনকল্যাণে পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে ত্রি-পক্ষীয় সভার প্রস্তাবসমূহ ও সর্বশেষ বিএসটিআই এর জবাব সন্নিবেশ করে প্রতিষ্ঠানটির মান নিয়ন্ত্রণ, গবেষণাগার, ভোক্তা অধিকার, সংস্থাপন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর উপরোল্লিখিত অনিয়ম / ত্রুটি সমূহ তুলে ধরা হয়েছে এবং অনিয়ম/ ত্রুটিসমূহ সংশোধনের বেশ কিছু প্রস্তাব / সুপারিশ করা হয়েছে। দেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণার্থে এ সকল প্রস্তাব/ সুপারিশসমূহের দ্রুত বাস্তাবায়ন আবশ্যক। বিএসটিআই কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয় অডিট রিপোর্টে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে জনকল্যাণে পরিচালনা করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

২৯-০৫-১৪১৮
১৩-০৯-২০১১

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

পারফরমেন্স অডিট রিপোর্ট

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)
এর
মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

শিল্প মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় খন্ড
(পরিশিষ্ট সমুহ)
(Appendies)

অর্থ বৎসরঃ ২০০৭-২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	পর্যবেক্ষণ নম্বর	পরিশিষ্ট নং	পৃষ্ঠা নং
১	২	৩	৪
১.	পর্যবেক্ষণ নং- ১.২	পরিশিষ্ট- ১	১-১৫
২.	পর্যবেক্ষণ নং- ১.৩	পরিশিষ্ট- ২	১৬
৩.	পর্যবেক্ষণ নং- ২.১	পরিশিষ্ট- ৩	১৭
৪.	পর্যবেক্ষণ নং- ২.২	পরিশিষ্ট- ৪	১৮-২৩
৫.	পর্যবেক্ষণ নং- ৩.২	পরিশিষ্ট- ৫ ও ৬	২৪-২৫
৬.	পর্যবেক্ষণ নং- ৫.১	পরিশিষ্ট- ৭	২৬

পরিশিষ্ট নং- ১
পর্যবেক্ষণ নং- ১.২

বিএসটিআই এর সরবরাহকৃত যন্ত্রের তালিকা এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের ছবিসহ বিবরণী:

১॥ রসায়ন পরীক্ষণ উইং ল্যাব এর যন্ত্রপাতিসমূহ-

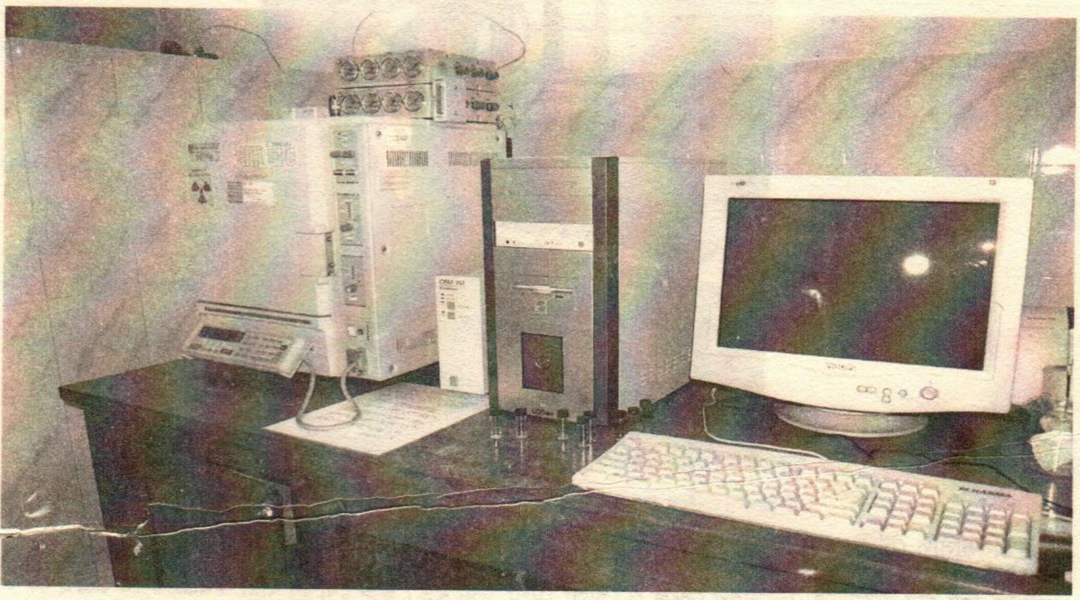

1. Gas Chromatograph বিভিন্ন ওয়েলের Fall Acid Composition Separate এর কাজে ব্যবহার করা হয়। ইহা কিছু কিছু Pesticide পরীক্ষার কাজেও ব্যাবহার করা হয়।

Gas Chromatograph Mass Spectrophotometer এর সাহায্যে আরো সঠিক ও সুক্ষভাবে Fall Acid Composition এর সনাক্তকরণ ও পরিমান নির্ণয় করা যায়।

2. ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM), ক্যাপাসিটি ১০০ মে টন ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন দ্বারা এম.এস বড, এম প্লেট ডি-ফর্ম বার ইত্যাদির টেনসাইন স্ট্রেন্থ ও বেন্ডিং টেস্ট করা হয়। উক্ত মেশিন দ্বারা কমপ্রেনসিভ স্ট্রেন্থ টেস্ট কর সুযোগ রয়েছে।

3. গ্যাস ক্রোমাটোহগ্রাফ মাস স্পেকটোমিটার (জিসিএমএস) অত্যাধুনিক যন্ত্র এর সাহায্যে দুগ্ধজাত পণ্যে মেলামাই উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। খাদ্যজাত পণ্যে পেস্টিসাইড রেসিডিট, খাদ্যে কৃত্রিম রং এবং আর্টিফিসিয়াল সুইটেনার পরী কাজে ব্যবহৃত হয়।

4. ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম (ডিস্টিলেশন এবং ডিআয়োনাইজেশন) ল্যাবটেরীতে ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পা পানি উৎপাদন করা হয়।

5. Autoclave পরীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত Glass Ware, Media (Prepared) জীবানুমুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

6. ফেবরিক/ ইয়ার্ন স্ট্রেন্থ টেস্টিং মেশিন ক্যাপাসিটি ৫ কিঃ নিউটন (ফেবরিক), ৩ কিঃ নিউটন ইয়ার্ন (সুইয়ং গ্রে মেশিন দ্বারা ফেবরিক ও ইয়ার্ন স্ট্রেন্থ টেস্ট করা হয়।

7. কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্টিং মেশিন ফর সিমেন্ট, ক্যাপাসিটি ১৫০০ কিলোনিউটন উক্ত মেশিন দ্বারা EN -197-, 2003 মোতাবেক সিমেন্ট এর কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ টেস্ট করা হয়, এছাড়া কিউব ও সিলিন্ডারের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থও টেস্ট করা সুযোগ রয়েছে।

8. এসি এর্নাজি মিটার টেস্টিং কনসোল উক্ত কনসোল দ্বারা দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ হতে আমদানীকৃত সকল সিঙ্গেল ফেজ এসি এনার্জি মিটার বাংলাদেশ মান ১৩১ (পার্ট -১)ঃ ১৯৯৮ মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়।

(খ) ফিজিক্যাল টেষ্টিং উইং

ফিজিক্যাল টেষ্টিং উইং এ ৪টি বিভাগ ।

বিভাগ সমূহঃ-

(১) টেক্সটাইল বিভাগ;

(২) ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রোনিকস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ;

(৩) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ।

(৪) টেক্সটাইল বিভাগ—

এই বিভাগে কাপড়, শাড়ী, লুঙ্গি, উলেন জার্সি, রেইন কোট, বিভিন্ন প্রকার ফাইবার সুতা, তাবু, মশারী, তুলা, বেল্ট, তৈরী পোষাক, বিভিন্ন প্রকার ডাইস ও কেমিক্যালস ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

যন্ত্রপাতি (Equipment) :

1. Yarn/Febric Strength Testing Machine
2. Light Fastness Testing Machine
3. TearTesting Machine
4. Crock meter.

(খ) ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রোনিকস এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ—

এই বিভাগে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রোনিকস পণ্যসামগ্রী যেমন এসি এনার্জি মিটার, সিলিং ফ্যান, ক্যাবলস, ব্যালাষ্ট, ষ্টোরেজ ও ড্রাইসেল ব্যাটারী ইত্যাদি পণ্যের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

এই বিভাগে নিম্নলিখিত ল্যাবরেটরী রয়েছে :

1. বৈদ্যুতিক ফ্যান টেষ্টিং ল্যাবরেটরী।
2. ব্যাটারী টেষ্টিং ল্যাবরেটরী।
3. ফিলামেন্ট বাল্ব টেষ্টিং ল্যাবরেটরী।
4. ব্যালাষ্ট টেষ্টিং ল্যাবরেটরী।
5. ইলেকট্রোনিকস ক্যাবলস ল্যাবরেটরী।
6. ইলেকট্রোনিকস ল্যাবরেটরী।
7. এ, সি এনার্জি ল্যাবরেটরী।

যন্ত্র সমূহ (Equipment) :

1. Single phase Energy Meter Test Bench
2. Oscilloscope
3. Impedance Meter
4. Lument Testing set
5. Insulation Tester
6. High voltage Testing set.
7. Transfor Oil Testing set.

(গ) পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগ :

এই বিভাগে সিমেন্ট, বালি, পাথর, এমএস বার (রড), জিআই পাইপ, পিভিসি পাইপ, জুতা, ছাতা, রাবার, সিরামিক, কাগজ, জিপি শীট,সিআই শীট (ঢেউটিন) ইত্যাদি পণ্যের নমুনা ছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

যন্ত্রসমূহ (Equipment) :

1. Universal Testing Machine.
2. Compressive Testing Maching for cement.
3. Auto Mixture Machine for Cement Testing
4. Jolting Machine for cement Testing.
5. Rubber Testing Machine.
6. Equipment for condom Testing.

নমুনার প্রকৃতি অনুসারে পুরকৌশল, পদার্থ ও যন্ত্রকৌশল বিভাগে নিম্নলিখিত ল্যাবরেটরী/সেকশন রহিয়াছে :

1. পুরকৌশল টেষ্টিং ল্যাবরেটরী
2. ফিজিক্যাল টেষ্টিং ল্যাবরেটরী
3. ভারী যান্ত্রিক ল্যাবরেটরী
4. ফুটওয়্যার টেষ্টিং ল্যাবরেটরী
5. হালকা যান্ত্রিক সেকশন
6. ওয়ার্কশপ
7. কনডম টেষ্টিং ল্যাবরেটরী

ওয়ার্কশপ :

ওয়ার্কশপে সাধারণতঃ ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল এর নমুনার টেষ্ট স্পেসিমেন তৈরী করা হয়। নমুনা উৎপাদনকারী/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সাইজের নমুনা প্রেরণ করেন। এই গুলি আত্ম পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বিধায় স্ট্যান্ডার্ড টেষ্ট মেথড অনুযায়ী প্রয়োজন মাফিক ল্যাবরেটরীতে কর্মরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত ডায়াগ্রাম ও মাপ অনুসারে ওয়ার্কশপে নমুনা তৈরী করা হয়। অতঃপর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। ফোরম্যান এই কাজের তত্ত্বাবধান করেন। ওয়ার্কশপে নিম্নে বর্ণিত বড় ধরনের ৭টি যন্ত্র আছে।

১. লেদ মেশিন
২. মিলিং মেশিন
৩. ড্রিলিং মেশিন
৪. পাওয়ার হ্যাক্‌শ মেশিন
৫. গ্রাইন্ডিং মেশিন
৭. শেপার মেশিন
৮. উড প্ল্যানার।

এছাড়াও খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে পদার্থ পরীক্ষণ উইং এর আওতায় পদার্থ ল্যাব রহিয়াছে। প্রধান কার্যালয় ও সংশিস্নষ্ট আঞ্চলিক অফিসের জনবল দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

(গ) মেট্রোলজী উইং

<u>মেট্রোলজী উইং এর বিভিন্ন কার্যক্রম</u>

১৯৮২ সালে মেট্রিক সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক "The Standards of Weights and Measures Ordinaince" জারী করা হয়। উক্ত Ordinaince এর মাধ্যমে ওজন ও পরিমাপে Primary ও Secondary Unit প্রণয়ন ও সংরক্ষণের জন্য বিএসটিআই-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত Ordinaince এর আওতায় বিএসটিআই কর্তৃক Mass, Volume, Temperature, Pressure প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্যালিব্রেশন সার্ভিস প্রদানসহ ওজন ও পরিমাপের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক সিস্টেম (SI Unit) প্রচলনের কাজ পরিচালনা করে আসছে।

ওজন ও পরিমাপের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণের লক্ষে EU/UNIDO এর সহযোগীতায় "Bangladesh Quality Support Programme (BQSP)" এর আওতায় "National Metrology Institute (NMI)" স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

NMI-ভূক্ত কতিপয় ল্যাবরেটরী ডিসেম্বর ২০০৯-এর মধ্যে আন্তর্জাতিক এ্যাক্রিডিটেশন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ্যাক্রিডিটেড করার লক্ষমাত্রা ছিল এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ২০১০- ২০১৪ মেয়াদে অবশিষ্ট Base Unit গুলো প্রতিষ্ঠার জন্য বিএসটিআই কর্তৃক লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বিএসটিআইতে Chemical Testing Laboratory -এর কার্য্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। NMI-এর আওতায় ও Metrology in Chemistry (MiC) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

মেট্রোলজীর শ্রেণী বিভাগ :

১. সাইন্টিফিক মেট্রোলজী
২. ইন্ডাষ্ট্রিয়াল মেট্রোলজী
৩. লিগ্যাল মেট্রোলজী

National Metrology Institute (NMI): আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশী শিল্প কারখার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওজন পরিমাপে উন্নততর সহযোগীতা প্রদানের জন্য NMI প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। EU/UNIDO এর সহযোগিতায় স্থাপনাধীন NMI এর আওতায় বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. Force and Pressure Measurement Laboratory: ফোরস এবং প্রেসার পরিমাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন National Standards প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন অত্র ল্যাবরেটরীর অন্যতম দায়িত্ব। অত্র ল্যাবরেটরীতে নিম্নবর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ রয়েছে।

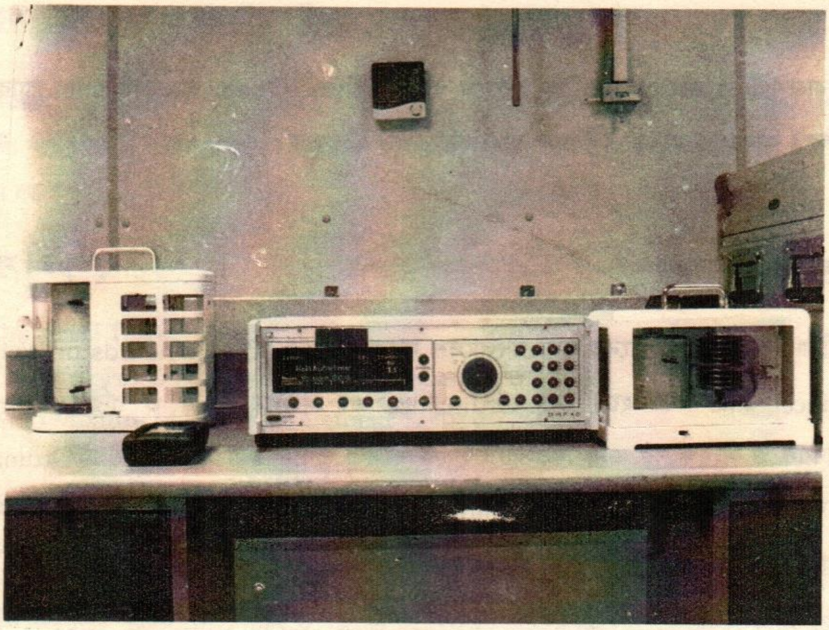

1. Digital Precision Measuring Device Accuracy: 0.0005
(100% computer controllable)

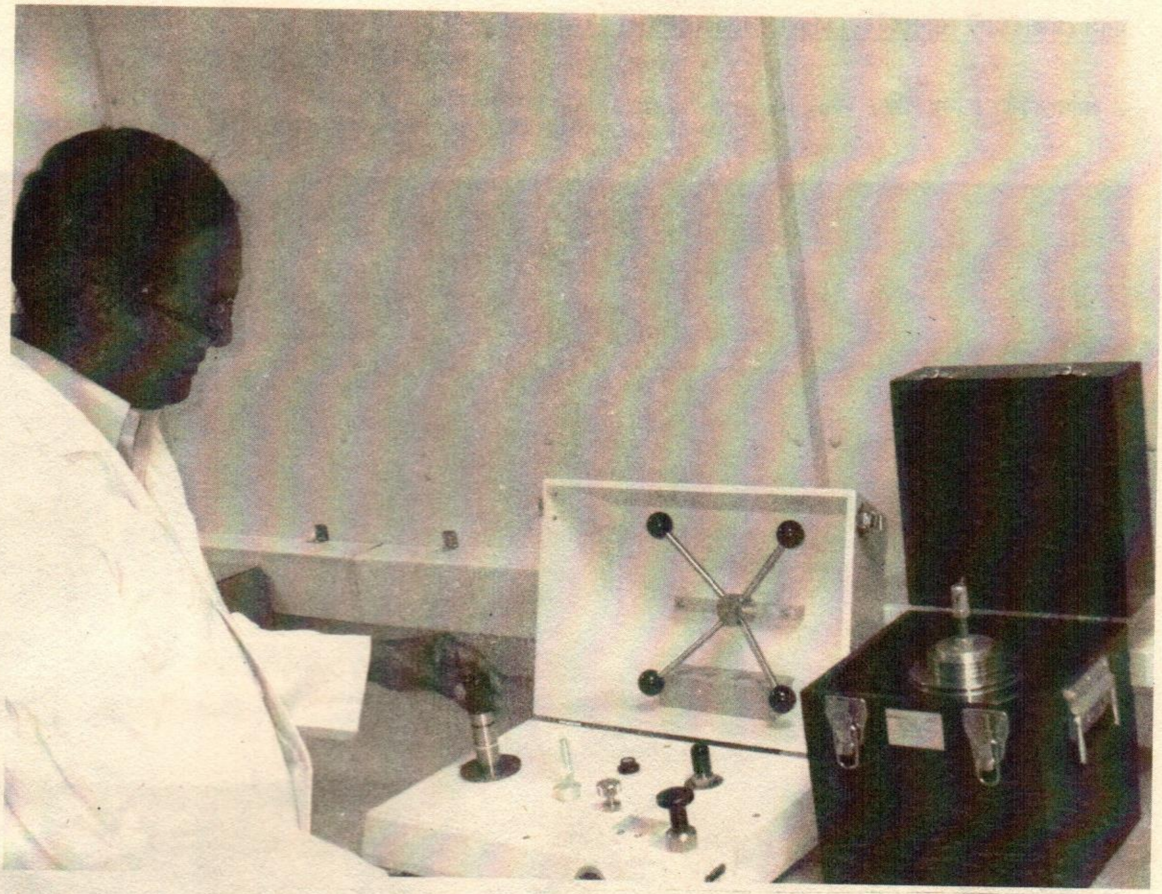

2. Calibration set-up for testing Blood Pressure, Range: 4-140 bar, Accuracy: (±) 0.015% of reading

3. Top Transfer force Transducer, Capacity: 500 K
4. Top Transfer force Transducer , Capacity: 500 N
5. Top Transfer force Transducer, Capacity: 5 KN
6. Top Transfer force Transducer, Capacity: 50 KN
7. Top Transfer force Transducer, Capacity: 3 MN

Force Lab এ স্থাপিত উপরোক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা BUET, PWD, R&H, LGED, BJMC সহ বিভিন্ন কারিগরী শিল্প কারখানা কর্তৃক ব্যবহৃত Universal Testing Machine (UTM) এবং Material Testing Machine আন্তর্জাতিক মানের ক্যালিব্রেশন এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

8. Hydraulic Dead Weight Tester,
9. Aneroid Barograph
10. Hydraulic Comparison Pump
11. Barometer leiten berger
12. Hydraulic Dead Weight Tester

Pressure Lab এ স্থাপিত উপরোক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডাক্তারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বস্নাডপ্রেসার মেশিন ক্যালিব্রেশন করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাস মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরী (Mass Measurement Laboratory):

এ ল্যাবরেটরীতে নিম্ন বর্ণিত Weights and Balance সমূহ স্থাপন করা হয়েছে ঃ-

1. High precision Electronic balance
2. কিলোগ্রাম ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস
3. E_1, E_2, F_1, F_2 ক্লাসের ওয়েট বক্স
4. Mass Comparator

এ সমস্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা বিভিন্ন শিল্প কারখানা, পরীক্ষণ ল্যাবরেটরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাপক যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেশন এর কাজে ব্যবহৃত হয়।

লেংথ এন্ড ডাইমেশন মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরী

লেংথ এন্ড ডাইমেনশনের পরিমাপের জাতীয় মান ঃ

এনএমআই এ স্থাপিত লেংথ এন্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতিসমুহ নিম্নরূপঃ

1. ইউনিভার্সেল লেংথ মেজারিং মেশিন (ইউএলএম-১৫০০) রেঞ্জঃ ০-১৫০০ মিঃমিঃ

2. ব্লক গেজ কমপেরেটর রেঞ্জঃ ০-১০০ মিঃ মিঃ

লেংথ এন্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরী কর্তৃক স্লাইড ক্যালিপার্স, মাইক্রোমিটার, পেস্নগেজ, রিংগেজ, বস্লক গেজ, থিকনেসগেজ, লাইনগেজ, ডায়ালগেজ ইন্ডিকেটর, স্টীল স্কেল, মেজারিং টেপ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ভেরিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন এবং টেস্টিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর পাশাপাশি সরকারী, আধাসরকারী, বে-সরকারী, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান গবেষনাগার, বিমান, রেলওয়ে, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকেও কারীগরি পরামর্শ করে থাকে।

লেংথ এন্ড ডাইমেশন মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরী

লেংথ এন্ড ডাইমেনশনের পরিমাপের জাতীয় মান ঃ

এনএমআই এ স্থাপিত লেংথ এন্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতিসমুহ নিম্নরূপঃ

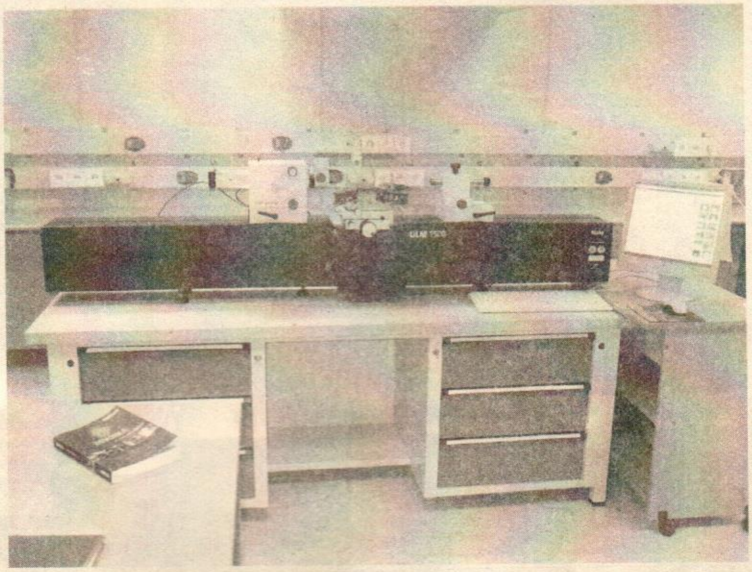

1. ইউনিভার্সেল লেংথ মেজারিং মেশিন (ইউএলএম-১৫০০) রেঞ্জঃ ০-১৫০০ মিঃমিঃ

2. ব্লক গেজ কমপেরেটর রেঞ্জঃ ০-১০০ মিঃ মিঃ

লেংথ এন্ড ডাইমেনশন ল্যাবরেটরী কর্তৃক স্লাইড ক্যালিপার্স, মাইক্রোমিটার, পেস্নগেজ, রিংগেজ, বস্নক গেজ, থিকনেসগেজ, লাইনগেজ, ডায়ালগেজ ইন্ডিকেটর, স্টীল স্কেল, মেজারিং টেপ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ভেরিফিকেশন, ক্যালিব্রেশন এবং টেস্টিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এর পাশাপাশি সরকারী, আধাসরকারী, বে-সরকারী, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান গবেষনাগার, বিমান, রেলওয়ে, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকেও কারীগরি পরামর্শ করে থাকে।

তাপমাত্রা পরিমাপক ল্যাবরেটরী

তাপমাত্রার আন্তর্জাতিক একক কেলভিন (Kalvin) পরিমাপ এবং প্রচলন করাই তাপমাত্রা পরিমাপক ল্যাবরেটরীর প্রধান লক্ষ্য।

যন্ত্রপাতি সমূহ :

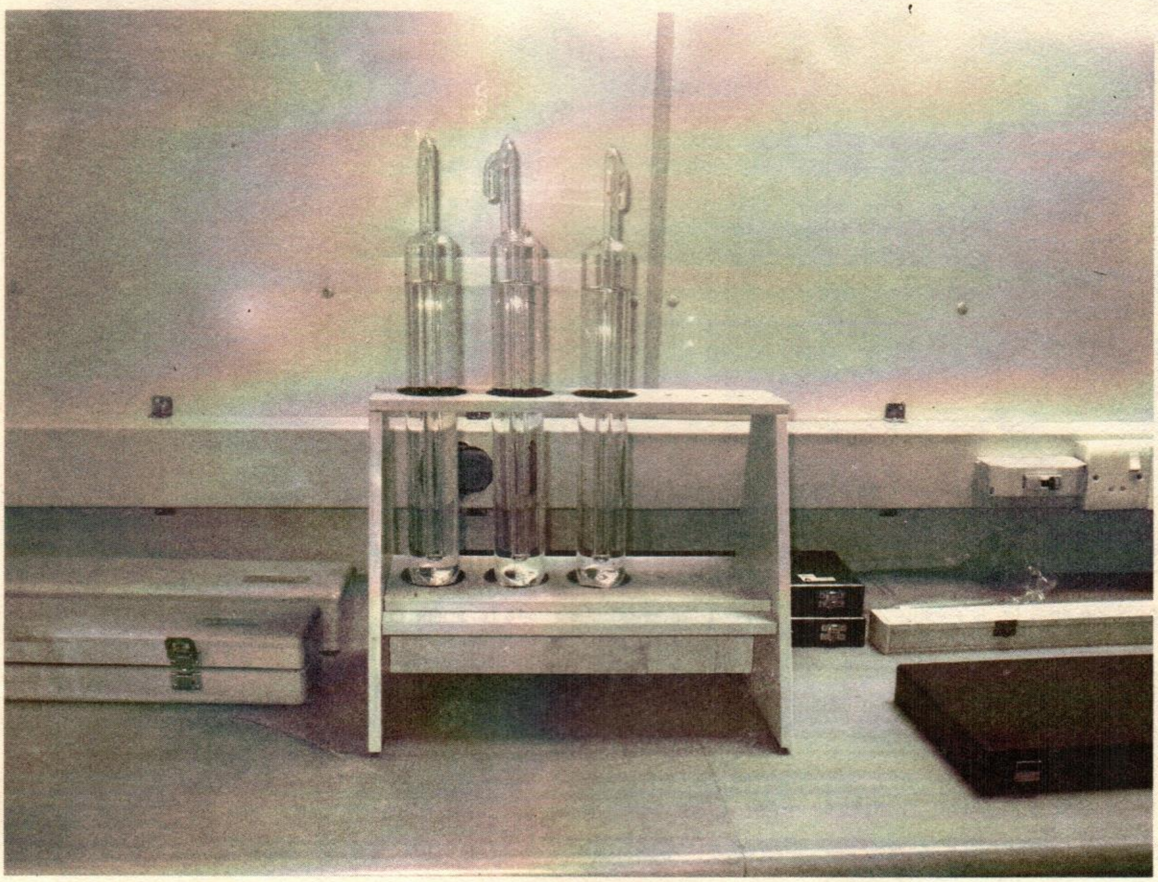

1. ওয়াটার ত্রিপল পয়েন্ট সেল (Water Triple Point Cell)

এটি তাপমাত্রার প্রাইমারী ষ্ট্যান্ডার্ড। আমাদের ল্যাবরেটরীতে তিনটি ওয়াটার ত্রিপল পয়েন্ট সেল রয়েছে। Triple point: 0.01°C, Reproducibility: 0.02mk.

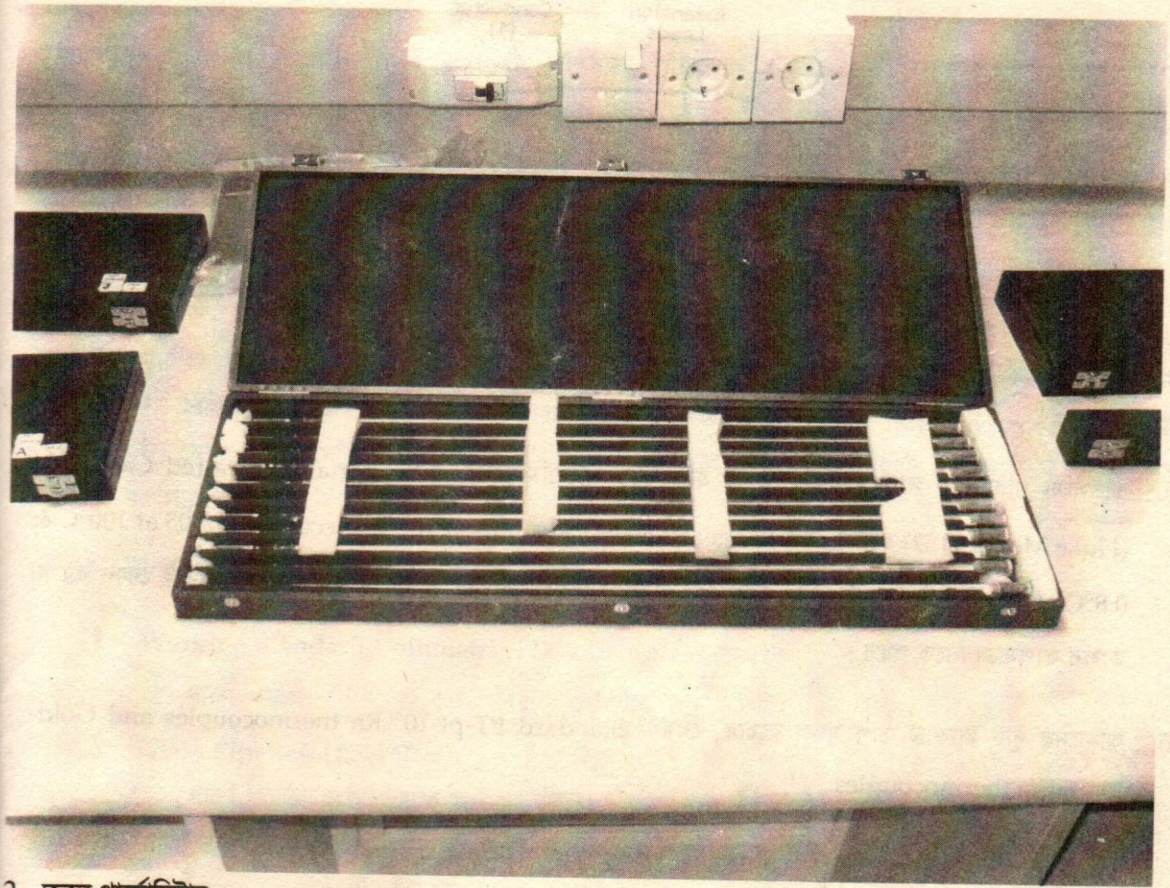

2. **তরল থার্মোমিটার**

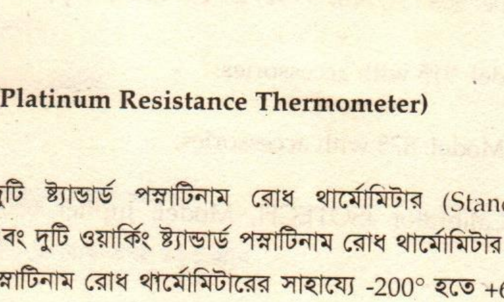

3. **প্লাটিনাম রোধ থার্মোমিটার (Platinum Resistance Thermometer)**

4. আমাদের ল্যাবরেটরীতে দুটি ষ্ট্যান্ডার্ড পস্নাটিনাম রোধ থার্মোমিটার (Standards Platinum Resistance Thermometer-SPRT) এবং দুটি ওয়ার্কিং ষ্ট্যান্ডার্ড পস্নাটিনাম রোধ থার্মোমিটার রয়েছে যাহা PTB Germany এর সাথে traceable. আমরা পস্নাটিনাম রোধ থার্মোমিটারের সাহায্যে -200° হতে +670° পর্যন্ত নিখুঁতভাবে ক্যালিব্রেশন করতে সক্ষম।

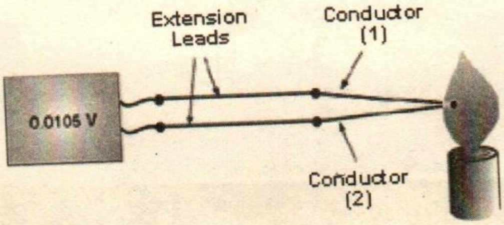

ঘ. তাপযুগল (thermocouple):

ইনফ্রারেড ক্যালিব্রেটর ও থার্মোমিটার :

5. তাপমাত্রা পরিমাপক ল্যাবরেটরীতে তিনটি ইনফ্রারেড থার্মোমিটারসহ একটি Portable infra-red Calibrator (Fluke Model 9132) রয়েছে, যার Range: 50-500°C, Resolution: 0.1°C, Accuracy: +/-05 at 100°C & 0.8°C at 500°C S/N: A82697। ইনফ্রারেড থার্মোমিটারের সাহায্যে আমরা দূর থেকে স্পর্শ ছাড়াই কোন বস্তু বা তলের তাপমাত্রা নিতে পারে।

6. আমাদের দুটি ষ্ট্যান্ডার্ড তাপ যুগল রয়েছে, যেমন- Standard PT-pt-10%Rh thermocouples and Gold-Platinum thermocouples.

এছাড়াও নিম্নরূপ তাপামাত্রা পরিমাপক যন্ত্রপাতি রয়েছে :

1. Clear View Thermostat Type: Proline PV24 Range: 30° to 230°C;
   Flake Ice –Maker Mod.: FIM95, Bin cap: 30kg;

2. Water stills for double Distillation Berch Model, Flow rate: 8 Li/hr Storage tank Cap. : 16 Liter;

3. Dewar Vessel with Handle-5 nos. (Cap: 500ml, 1000 ml, 2000 ml, 4000 ml, 5000ml); Thermo Bridge to measure the temperature Tinsley 584DE2, Type AC bridge, Range: 0-400Ω, Uncertainty: Less than 10 ppm for resistance and temperature, 2 Standard Resistance 10 ohm, Type: 5685 A, No.: 9742/25 100 ohm, Type: 5685A, No. 9741/29;

4. Stired Liquid Bath Model: 915 with accessories;

5. Fluid calibration Bath Model: 875 with accessories;

6. Portable Dry Block Calibrator ISOTECH, Model: Jupiter 650site, 935-14-72DB, S/N 271149/1;

7. ডিজিটাল থার্মোমিটার।

ক্যালিব্রেশন ষ্ট্যাটাস (Calibration status): তাপমাত্রা পরিমাপক ল্যাবরেটরীর সকল যন্ত্রপাতি DKD/PTB-Germany, UKAS/NPL-UK এর সহিত traceable.

আমাদের গ্রাহক: ঔষধ শিল্প, সরকারী এবং বেসরকারী পরীক্ষাগার, একাডেমি, স্বাস্থ খাত, খাদ্য ও পানীয় শিল্পে ব্যাবহৃত তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রপাতি আমাদের প্রধান গ্রাহক।

ভলিউম, ডেনসিটি ও ভিসকোসিটি মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরী :

ভলিউম ল্যাবের মূল কাজ আন্তর্জাতিক মান সমন্বয় রেখে বিভিন্ন শিল্প কারখানা, ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাব,সরকারি ল্যাবরেটরী, বিভিন্ন একাডেমি, কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত Volumetric Measurement (ভলিউমেট্রিক মেজারমেন্ট) যেমন: ভলিউমেট্রিক ফ্লাক্স, মেজারিং সিলিন্ডার,কনিক্যাল ফ্লাক্স, বুরেট,পিপেট, বিকার, ফ্লোমিটার, ভেসেল ইত্যাদি ক্যালিব্রেশন ব্যবহৃত ।

ভলিউম ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিবরণ নিম্নরূপ:

1. **Working Standard Volumetric Flask (Stainless steel):**
   ধারণ ক্ষমতা: ২০ লিটার, ১০ লিটার, ২.৫ লিটার, সংখ্যা: ৩টি
2. **Glass Pipettes: (গ্লাস পিপেট):**
   ধারণ ক্ষমতা: ১ মিলি হতে ২০০০ মিলি,
   পিপেট গ্লাস- made AR(r), গ্লাস Complete discharge
   সূক্ষতা: ০.০২ হতে ০.১ মিলি, মোট = ৭২টি
3. **Glass Volumetric Flask: (গ্লাস ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক):**
   ধারণ ক্ষমতা: ১০ মিলি হতে ২০০০ মিলি,
   borosilicate (ভোরো সিলিকেট গ্লাস) এর তৈরী
   সূক্ষতা: Class-A (ক্লাস-A)
4. **ডিজিটাল থার্মোমিটার:**
   সংখ্যা: ২টি
   ক্যালিব্রেশন কাজের সময় তাপমাত্রা নির্ণয় কাজে ব্যবহৃত হয়।
5. **এনালাইটিক্যাল ব্যালেন্স:**
   ধারণ ক্ষমতা: ১০০ কেজি
   সংখ্যা: ১টি
6. **ইলেকট্রিক মাস কম্পারেটর ব্যালেন্স:** ২টি
   ধারণ ক্ষমতা: ৫০০০ গ্রাম এবং ৪১০ গ্রাম
   সংখ্যা: ৩টি
7. **ওয়াটার স্টীল একিউটর:** মডেল A-800 (ওয়াটার ডিষ্টিলেশন প্লান্ট)

ইলেকট্রিক্যাল, টাইম এন্ড ফ্রিকোয়েন্সী মেজারমেন্ট ল্যাবরেটরী

এই ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে আমরা 'মান সময়' (স্ট্যান্ডার্ড টাইম) সরবরাহ ও সমগ্র দেশব্যাপী প্রচার করার কাজে এবং আধুনিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, ব্যবসা বাণিজ্য, ভ্রমনের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের সকলের ঘড়ি একই টাইম স্কেলে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

1. **রেফারেন্স ডিভাইডার -752 A (Ratio device)**

2. জিপিএস-কন্ট্রোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ডঃ

জিপিএস-কন্ট্রোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড এর মাধ্যমে সূক্ষ্ম, যথার্থ ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইম রেফারেন্স বিশ্বের সকল স্থানে প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ সিজিয়াম স্ট্যান্ডর্ডস জিপিএস স্যাটেলাইটস থেকে প্রেরীত সিগনাল/ফ্রিকোয়েন্সি জিপিএস রিসিভারে গ্রহণ করা হয়। জিপিএস কন্ট্রোলড ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড খুবই কার্যকর ও নির্ভূল ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড। ইহা টেলিযোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি, টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন কোম্পানীর জন্য ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে যথার্থ। হইা ক্যালিব্রেশন কাজে ফ্রিকোয়েন্সি রেফারেন্স হিসাবে উপযুক্ত টিভি স্টেশন, রেডিও, টেলিযোগাযোগ, মোবাইল ফোন কোম্পানী ও রেলের জন্য জিপিএস ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করে দেশব্যাপী বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম প্রেরণ করছে।

3. ডিজিটাল রেফারেন্স মাল্টিমিটারঃ

ডিজিটাল রেফারেন্স মাল্টিমিটার দ্বারা এসি ভোল্টেজ কারেন্ট ও ডিসি ভোল্টেজ কারেন্ট এবং রেজিট্যান্স পরিমাপের কাজে ব্যবহৃত হয়।

Ratio: 10:1 and 100:1

Ratio uncertainty: 0.2 ppm and 0.5 ppm respectively

4. রেজিস্ট্যান্স স্ট্যান্ডার্ড - -742 A 1 ohm

Stability: better than 8 ppm per year

Uncertainty: 1 ppm

5. রেজিস্ট্যান্স স্ট্যান্ডার্ড - -742 A 10 kohm

Stability: better than 4 ppm per year

Uncertainty: 1 ppm

6. সিগন্যাল জেনারেটর (কোয়ার্টজ অসিলেটর)

Frequency range: 0.1 Hz to3 GHz

Resolution: 0.1 Hz.

7. ডাইরেক্ট ভোল্টেজ স্ট্যান্ডার্ড

Outputs: 10V and 1.018V

Stability: better than ± 1.6 ppm per year with back up battery of capacity for a period of 72 hours

পরিশিষ্ট নং- ২

পর্যবেক্ষণ নং- ১.৩

বিএসটিআই কর্তৃক ক্রয়কৃত সোনা পরীক্ষণ যন্ত্র ঃ

সোনা পরীক্ষণ যন্ত্র

পরিশিষ্ট নং- ০৩
পর্যবেক্ষণ নং- ২.১

নিরীক্ষা জিজ্ঞাসাপত্র

নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ- বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI),ঢাকা।
বিষয় ঃ- তৈরীকৃত ২৬২৪ টি মানের বিপরীতে প্রদানকৃত লাইসেন্স সম্পকৃত বাজারে বিদ্যমান পণ্যের ও সেবার মানের সঠিকতা নিরূপনের জন্য গৃহিত কার্যক্রমসহ খাদ্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট এবং খাদ্যদ্রব্য ব্যতিত পণ্য ও সেবাসমূহের তথ্য সরবরাহ প্রসংগে।
জারীর তারিখ ঃ--------------------- পর্যালোচনার তারিখ ঃ----------------------------------

জিজ্ঞাসার বিষয়	(গ) জবাব
বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (BSTI), ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-০৮ আর্থিক সনের কার্যক্রম/হিসাবের উপর পারফরমেন্স অডিটকালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, মোট ২৬২৪ টি দ্রব্যের মান প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অর্থ হল উক্ত প্রণয়নকৃত মানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বাজারে বিদ্যমান সকল পণ্যের মানের সঠিকতা নিরুপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিএসটিআই অফিসে রয়েছে। বিধায় মোট তৈরীকৃত উক্ত ২৬২৪ টি মানের মধ্যে কতটি খাদ্যদ্রব্যসংশ্লিষ্ট এবং কতটি খাদ্যদ্রব্য ব্যতিত ? তা উল্লেখপূর্বক বাজারে বিদ্যমান পণ্য ও সেবার নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন-	বিএসটিআই থেকে যে সকল খাদ্য পণ্যের উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর সবগুলো পণ্যের বছরে নিয়মিতভাবে বাজার থেকে পণ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় না। জনবল এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহন অভাবে এ কার্যক্রম যথাযথ ভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না।

(ক) প্রণয়নকৃত উক্ত মানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বাজারে খাদ্যজাত পণ্য ও সবা পণ্যসমূহের তথ্যাদি সংক্রান্ত:-

ক্রঃ নং	বাজারে বিদ্যমান খাদ্যজাত পণ্য ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাট সংখ্যা	২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাজারে বিদ্যমান খাদ্যদ্রব্য সংশ্লিষ্ট বাজার থেকে সংগৃহিত নমুনার				অন্যান্য মন্তব্য(যদি থাকে)
		সম্পন্নকৃত রাসায়নিক পরীক্ষা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষায় মান সঠিক পাওয়ার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষায় মান সঠিক না পাওয়ার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষায় মান সঠিক না পাওয়ায় গৃহীত কার্যক্রমের ধরণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	১৫১৬	৩০৩৮টি	২২৬টি	৭০টি	কেস-মামলা (মোবাইল/মোবাইল কোর্ট)	

(খ) প্রণয়নকৃত উক্ত মানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট বাজারে বাজারে বিদ্যমান খাদ্যজাত ব্যতিত পণ্য ও সবাসমূহের নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন:

ক্রঃ নং	বাজারে বিদ্যমান খাদ্যজাত ব্যতিত ব্যতিত পণ্য ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বাজারে বিদ্যমান খাদ্যদ্রব্য ব্যতিত ব্যতিত সংশ্লিষ্ট বাজার থেকে সংগৃহিত নমুনার				অন্যান্য মন্তব্য(যদি থাকে)
		সম্পন্নকৃত রাসায়নিক পরীক্ষা/সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষায় মান সঠিক পাওয়ার সংখ্যা	রাসায়নিকপরীক্ষায় মান সঠিক না পাওয়ার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষায় মান সঠিক না পাওয়ায় গৃহীত কার্যক্রমের ধরণ	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	৮৭৪	১০	৭	৩	মোবাইল কোর্ট/মোবাইল কোর্ট [illegible] করা হয়	

(গ) বাজারে বিদ্যমান খাদ্যজাত সকল পণ্য ও সেবাসমূহের বৎসরে কমপক্ষে ১ বার নমুনা সংগ্রহ করে মানের সঠিকতা নির্ধারণের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয় কিনা ? না করা হলে প্রতিবন্ধকতাসমূহ কি ?

উল্লেখিত তথ্যাদি সরবরাহসহ বর্ণিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মন্তব্য কামনা করা হলো।

জবাব সহ মুলকপি ফেরত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মহাপরিচালক,বিএসটিআই বরাবর ইস্যু করা হ'ল।

------------------------কর্তৃক প্রণীত তারিখ ঃ-----------------------
------------------------কর্তৃক পরীক্ষিত তারিখ ঃ-----------------------

গৃহিত হলো।
[illegible] ১৭/০২/০৯

[illegible]
১০/২/০৯
মোঃ মাহফুজুর রহমান আকন্দ
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

[illegible]
১২/৮/০৯
প্রকৌ: মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী পরিচালক (সি. এম)

পরিশিষ্ট নং - ০৪

পর্যবেক্ষণ নং- ২.২

বিএসটিআই থেকে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণযোগ্য পণ্যের বিবরণী:

(LIST OF ITEMS BROUGHT UNDER MANDATORY CERTIFICATION MARKS SCHEME)

A. Food and Agricultural Products (64 Items):

SL. No.	Name of the products	BDS No.
1.	Fruit Juices & Nectars	BDS CAC 247:2008
2.	Ice cream	BDS 1083:2006
3.	Concentrated Fruit Juice	BDS 527:2007
4.	Chilies, Whole and Ground	BDS 1017:2001
5.	Fruit Squash	BDS 506:2002
6.	Soyabean Oil	BDS 909:2000
7.	Jams (Fruit Preserves) & Jellys	"BDS CAC 79:2008 "
8.	Mustard Oil	BDS 25:2000; Amend 3:07
9.	Sytrus Marmalade	BDS CAC 80: 2008
10.	Turmeric Powder	BDS 991: 2001
11.	Vinegar	BDS CAC 162:2007
12.	Edible Palm Oil	BDS 999:2000
13.	Fruit Syrup	BDS 528:2006
14.	Sugar	BDS CAC 212:2006
15.	Honey	BDS CAC 12:2007
16.	Suji (Semolina)	BDS 190: 1991, Amend1: 01
17.	Canned & Bottled Fruit Formula	BDS 503:2006
18.	Pasteurized Milk	BDS 1702:2002
19.	Fruit Cordial	BDS 508:2006
20.	Chips/Crackers	"BDS 1556:97; Amend1:04 "
21.	Sauce (Fruits & Vegetables)	BDS 512:2007
22.	Chanachur	"BDS 1564:97; Amend1:2004"
23.	Tomato Paste	BDS 517:2002
24.	Lachha Semai	BDS 1620:2000
25.	Pickles	BDS 520:2001
26.	Soft Drink Powder	BDS 1586:2007
27.	Canned Pineapple	BDS CAC 42:2007
28.	Banaspati	BDS 804:2001
29.	Tomato Ketchup	BDS 530:2002
30.	Instant Noodles	BDS 1552:2007 (1st rev)
31.	Infant Formula & Formulas for Special Medical Purposes Intended for Infants	BDS CAC 72:2008

SL. No.	Name of the products	BDS No.
32.	Processed Serial based Food for Infants & Young Children	BDS CAC 074:2007
33.	Milk Fat Products	BDS CAC-A-2:2008
34.	Edible Sun Flower Oil	BDS CAC 23: 2002
35.	Butter	BDS CAC-A-1:2002
36.	Mosquito Coil	BDS 1089: 2007
37.	Milk Powder and Cream Powder	BDS CAC 207:2008
38.	"Malathion 57% (W/V) (Emulsifiable Concentrates)"	BDS 1179: 2001
39.	White Bread	BDS 382:2001
40.	Plywood for General Purposes	BDS 799: 2006
41.	Biscuit	BDS 383:2001
42.	Plywood Tea-Chest	BDS 18:2006
43.	Lozenges Skim Milk	BDS 490:2001 Amend-1:07
44.	Safety matches in boxes	BDS 1040:2006
45.	Toffees	BDS 1000:2001
46.	Wheat Bran	BDS 997:2006
47.	Black Tea Definition & Basic Requirements	BDS ISO 3720:2008
48.	Condensed Milk and Condensed Skim Milk	BDS -A 4:2002
49.	Liquid Glucose (Glucose Syrup)	BDS CAC 9:2006
50.	Refined Palm Oline	BDS 1567:2007
51.	Dextrose Monohydrate	BDS CAC 8:2007
52.	Yoghurt and Sweetened Yoghurt	BDS CAC-A-11(a):2002
53.	Maida	BDS 381:2007
54.	Curry Powder (Emulsifiable Concentrate)	BDS 1205: 2006
55.	Wheat Atta	BDS 380:2007
56.	Fortified Soyabean Oil	BDS 1769: 2006, (1st Edtn 08)
57.	Carbonated Beverages	BDS 1123:2002, Amend 1: 07
58.	Fortified Edible Palm Oil	BDS 1770: 2006, (1st Edtn 08)
59.	Noodles	BDS 1106:2001
60.	Refined Sugar	BDS 138: 2006
61.	Iodized Salt	BDS 1236:2001 Amend 1: 07
62.	Cake	BDS 1574: 2006
63.	Drinking Water	BDS 1240:2001
64.	Natural Mineral Water	BDS 1414:2000

B. Chemical Products (39 items):

SL.No.	Name of the products	BDS No.
65.	Coconut Oil	BDS 99:2007
66.	Carbolic Soap	BDS 181:2002 Amend1: 2002
67.	Stencil Paper	BDS 1030:1998 Amend1: 06
68.	Ink, Duplicating for twin Cylender Rotary Machine	BDS 146:2002 (2nd Edition)

SL.No.	Name of the products	BDS No.
69.	Writing and Printing Papers	BDS 405:1996 (1st rev) Amend1: 06
70.	Ferro-gallo tannate Fountain Pen Ink (Alquatra)	BDS 88:1991 Amend 1: 2006
71.	Pencils	BDS 330:1993 (1st rev) Amend 1: 2006
72.	Ceramic Tablewares	BDS 485:2000, Amend 1,2,3: 06
73.	Ready Mixed Paint, brushing, finishing semi gloss for general purpose.	BDS 402:1989, Amend1,2: 2007
74.	Tableware Made of Melamine Plastics	BDS 1425:1993, Amend 1: 2006
75.	Shoe Polish, Paste	BDS 1006:1981 Amend 1: 06
76.	Skin Cream	BDS 1382:1992, Amend 1,2,3: 06
77.	Coal Tar Black Paint (Alquatra)	BDS 69 (part-2):91 Amend-1:2006
78.	Shaving Cream	BDS 1241:1989, Amend 1,2: 06
79.	Toilet Soap	BDS 13:2006,Amend1: 2008
80.	After Shave Lotion	BDS 1524:2006
81.	Laundry Soap Powder	BDS 329:1991; Reaffirmed:06
82.	Lipstick	BDS 1424:1993, Amend 1,2: 2006
83.	Laundry Soap	BDS 12:1991 (2nd rev) Reaffed:06
84.	Hair Oils	BDS 1339:1991, Amend 1: 2006
85.	Ink Stamp Pad	BDS 90:1990 Reffirmed:2002
86.	Shampoo, Synthetic Deter-gent based	BDS 1269:02(1st rev) Amend 1: 03
87.	News Print	BDS 845:1994 (1st rev) Amend 1:06
88.	Ammonium Sulphate (Fertilizer)	BDS 36:1993, Amend 1: 2008
89.	Urea (Fertilizer)	BDS 217:1993
90.	Ball Point Pens	BDS 1384:2002
91.	Aluminium Sulphate, Non Ferric	BDS 149:1990
92.	High Speed Diesel	BDS 344:1991 Amend 1:00,2: 03
93.	TSP.	BDS 216:1991 Amend 1,2: 2007
94.	Unleaded Motor Gasoline-Premium	BDS 346:99(3rd rev) Amend 1:2003
95.	Ribbons, Type writer	BDS 236:1998, Reffirmed;2006
96.	Unleaded Motor Gasoline-Regular	BDS 347:99(3rd rev) Amend 1:06
97.	Water Resistant Vegetable Tanned Sole Leather	BDS 340:1991
98.	Tooth Powder	BDS 1370:1992, Amend 1:2006
99.	Carbon Paper for Type Writer	BDS 411:1989 Amend 1: 2006
100.	Skin Powder	BDS 1337:1991, Amend 1:2006
101.	Tooth Paste	BDS 1216:2001(1st rev) Amend 1,2,3:06
102.	Cement Paints	BDS 1706:2002
103.	Synthetic Detergent Powder	BDS 1445:2003

C. Textile Product (11) Items:

SL.No.	Name of the products	BDS No.
104.	Rubber conveyor and elevator belting of ply construction, (Part-1 for General use)	BDS 1200(Part-1):2005
105.	Polyester Cotton Shirting	BDS 1148:2003
106.	Cotton Sewing Thread	BDS 33:1989, Reffirmed;2005
107.	Polyester blend Suiting	BDS 1175:2002
108.	Industrial Sewing Threads made wholly or partly from synthetic fibres	BDS 1221:2001
109.	Rubber Flat Transmission Belting of Textile construction for general uses	BDS 1199:2005
110.	Umbrella cloth	BDS 1125:2005
111.	Poplin Fabrics	BDS 32:2001
112.	Textiles Color Fastness Ratings Specification	BDS 1758:2006
113.	Cotton Canvas	BDS 319:2005
114.	Fastness of Dyes on Textile to Steaming	BDS ISO 105-E11:2004

D. Electrical & Electronic Products (25) Items:

SL.No.	Name of the products	BDS No.
115	Two-Pin Plugs & Socket-Outlets	BDS 102:1990, Reaffirmed 2005
116.	Three-Pin Plugs & Socket-Outlets	BDS 115:1989, Reaffirmed 2005
117.	Aluminium Conductors Steel Re-inforced for Overhead Power Transmission.	BDS 1037 : 2003
118.	Bare Aluminium and Aluminium alloy Conductors for overhead power transmission	BDS 1036:2006
119.	**Winding Wires:**	
	a) Part 1 Enameled round copper winding wires	BDS 1034 (Part-1):2006
	b) Part-2 Enameled rectangular copper winding wires	BDS 1034 (Part-2):2006
	c) Part 3 Enameled round aluminium winding wires	BDS 1034 (Part-3):2006
	d) Part-4 Enameled rectangular aluminium winding wires	BDS 1034 (Part-4):2006
	e) Part-5 Test Method	BDS 1034 (Part-5):2006
120.	**Insulated Flexible Cords**	
	(a) Part-1- General requirements	BDS 899 (Part-1):2001
	(b) Part-2 - Requirements for rubber insulated flexible cords	BDS 899 (Part-2):2001
	(c) Part-3 - Requirements for PVC insulated flexible cords	BDS 899 (Part-3):2001
	(d) Part-4 - Flexible cords insulated with varnished glass fibre.	BDS 899 (Part-4):2001
	(e) Part-5 - PVC insulated extensible leads.	BDS 899 (Part-5):2001
	(f) Part-6 - Methods of test.	BDS 899 (Part-6):2001
121.	Three phase Induction Motors	BDS 1139:1986 Amendment 1:06

SL.No.	Name of the products	BDS No.
122.	**Power Cables with Extruded insulation and their accessories for rated voltage from 1 kV up to 30 kV**	
	a) Part-1 Cables for rated voltage of 1 kV and 3 kV	BDS IEC 60502 (Part-1):2005
	b) Part-2: Cables for rated voltage from 6kV up to 30kV	BDS IEC 60502 (Part-2):2005
	c) Part-4 Test requirement of accessories for 3 kVup to 30 kV	BDS IEC 60502 (Part-4):2005
123.	**Lead acid starter batteries**	
	(a) Part-: General requirements and methods of test	BDS 206 (Part-1):2002
	(b) Part-2 - Dimensions of batteries and dimension and marking of terminals.	BDS 206 (Part-2) :2002
	(c) Part-3 - Dimension of batteries for heavy commercial vehicles.	BDS 206 (Part-3):2002
124.	Porcelain Insulator for overhead power lines with a nominal voltage up to and including 1000 V	BDS 1543:2006
125.	Electricity Metering Equipment (AC)- Particular Requirements (Part-11), Electromechanical Meters for Active Energy (Class 0.5, 1 and 2)	BDS IEC 62053- 11:2008
126.	Switches for household and similar fixed electrical installation Part-1 General requirement	BDS IEC 60669-1:2007
127.	Self-Ballasted Lamps for General Lighting Services Performance Requirements	BDS 1734:2003
128.	Electronic Ballasts for Tubular Fluorescent Lamp Performance Requirements	BDS IEC 60929:2005
129.	206 Cut-Out Switch (Main Switch)	BDS 1395:1993 Reaffirmed 2005
130.	Ceiling Roses	BDS 116:2006
131.	Electronic Type Fan Regulators	BDS 1323:1991 Amendment 1: 06
132.	Ballast for Tubular Fluorescent Lamps performance requirements	BDS IEC 60921:2005
133.	Electric Irons for household or similar use- methods for measuring performance	BDS IEC 60311:2005
134.	PVC Insulated Cables (non armoured for electric power and lighting)	BDS 900: 2000 Amendment 1:2007
135.	Tungsten Filament Lamps for domestic and similar general lighting purposes performance requirements	BDS 17:2006
136.	Electric circulating Fans & Regulators (ceiling and deck head fans, pedestal fans & table/cabin fans with inbuilt regulators)	BDS 818:1998 Amendment 1: 2006
137.	**Primary Batteries:**	
	a) Part-1 General	BDS IEC 60086 (Part-1) :2005
	b) Part-2 Physical and Electrical Specification	BDS IEC 60086 (Part-2) :2005
	c) Part-3 Watch Battery	BDS IEC 60086 (Part-3) :2005
	d) Part-4 Safety of Lithium batteries	BDS IEC 60086 (Part-4):2005
	e) Part-5 Safety of Batteries with Aqueous Electrolyte	BDS IEC 60086 (Part-5):2005

SL.No.	Name of the products	BDS No.
138.	**Insulators for overhead lines with a nominal voltage over 1000 V**	
	a) Part-1 Ceramic or glass Insulator units for ac system - definitions, test methods and acceptance criteria	BDS IEC 60383 (Part-1):2006
	b) Part-2 Insulator strings and insulator sets for ac system-.definition, test methods and acceptance criteria	BDS IEC 60383 (Part-2) :2006
139.	Double caped Fluorescent Lamps performance requirements	BDS IEC 60081:2006

E. Engineering Products (14) Items

SL.No.	Name of the products	BDS No.
140.	Mild Steel Pipe and G.I. Pipe	BDS 1031:2006
141.	Protective Helmets for Scooter & Motor Cycle Riders	BDS 1136:1986, Reaffirmed 2007
142.	Safety Razor Blades	BDS 219:2002
143.	Sanitary ware appliances	BDS 1162:2006
144.	Specification for Un Plastisized Polyvenile Chloride (PVC-U) Pressure Pipes for Portable Water supply	BDS 1496:2006
145.	"Steel for the Re-enforcement of Concrete a) Part-1 Plain bars b) Part-2 Ribbed bars"	" BDS ISO 6935-1:2006 BDS ISO 6935-2:2006"
146.	GP Sheet (with Corrugation)	BDS 1122:1987, Reaffirmed 2007
147.	Portable Fire Extinguisher	BDS 825:1991 Reaffirmed 2007
148.	Gas Mantles	BDS 1197:1988, Reaffirmed 2007
149.	Bi-cycle Rim	BDS 986:2006
150.	Bitumen Road Emulsions (Anionic and Cationic)	BDS 867 :1978 Reaffirmed 07
151.	Cement Part-1 Composition. Specificitions and Conformity criteria for common Cement	BDS EN 197-1:2003
152.	Common Building Clay Bricks	BDS 208:2002 (2nd revision)
153.	Ceramic Tiles	BDS ISO 13006:2006

পরিশিষ্ট নং- ০৫

পর্যবেক্ষণ নং- ৩.২

-২৫৪- ~~২৪~~

D(AMETI)
DG
12.3.03

তারিখ ঃ ২৭/৩/২০০৩ ইং

বরাবর,
✓ মহা পরিচালক
বি.এস.টি.আই
১১৬/ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা,
ঢাকা-১২০৮।

বিষয়ঃ মোঃ আব্দুল বারী সহকারী পরিচালক (মেট্রোলজি) বি.এস.টি.আই, খুলনা কর্তৃক মানি রশিদ জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির বিষয়ে যথাযথ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

মোঃ আব্দুল বারী, সহকারী পরিচালক (মেট্রোলজি) বি.এস.টি.আই খুলনা, একজন অসৎ, দুর্নীতিবাজ ও ঘুষখোর কর্মকর্তা। তিনি একজন চরম মিথ্যাবাদী এবং জালিয়াতও বটে। মানি রশিদ জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করাসহ ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হইয়াছেন। অথচ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা স্বত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপই প্রশাসন কর্তৃক গ্রহণ করা হইতেছে না। কারণ প্রশাসনের লোকদের ম্যানেজ করেই তিনি এই সব দুর্নীতি করিয়া আসিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তিনি বি.এস.টি.আই বরিশালে কর্মরত থাকা অবস্থায় মানি রশিদ জালিয়াতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেন। বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলার পেট্রোল পাম্প ও অয়েল ট্যাংকার মালিকদের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাদের যথাযথ রশিদ প্রদান করিলেও কাউন্টার পার্টে জালিয়াতির মাধ্যমে কম টাকা লিখিয়া তাহা অফিসে জমা করিয়াছেন। এখানে নমুনা স্বরূপ একটি রশিদের নম্বর উল্লেখ করা হইল। যথাঃ নং- ১৪০১০১ তাং-২৭/১১/২০০২ এর মাধ্যমে ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা গ্রহণ করিলেও অফিসে জমা করিয়াছেন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (কপি সংযুক্ত)। এইরূপ শত শত রশিদের মাধ্যমে জালিয়াতি করে বিপুল সম্পদের মালিক হইয়াছেন।

মোঃ আব্দুল বারী একজন চরম দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা। তিনি এবং মোঃ আশরাফুল ইসলাম (পরিদর্শক) মিলে খুলনা বিভাগের বিশেষ করে সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার পেট্রোল পাম্প থেকে চাঁদা আদায়ের মহোৎসবে মেতে উঠেছেন। সাতক্ষীরা জেলার নয়টি পাম্প থেকে মাসে ত্রিশ হাজার টাকা, বাগেরহাট জেলার আটটি পাম্প থেকে মাসে চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা আদায় করিতেছেন।

ডিসেম্বর, ০৭ইং মাসে বাগেরহাট জেলার তৃপ্তি ফিলিং ষ্টেশন থেকে মোবাইল কোর্টের ভয় দেখাইয়া বিশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার জুয়ার্দ্দার ফিলিং ষ্টেশনে মোবাইল কোর্টের ভয় দেখাইয়া ত্রিশ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা না পেয়ে পাম্প মালিককের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এই ভাবে দুর্নীতি করে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করিতেছেন। খুলনা বিভাগের পাম্প মালিকগণ আব্দুল বারীর কাছে জিম্মি হয়ে পরিয়াছেন। পাম্প মালিকগণ আব্দুল বারীর দুর্নীতির কথা বি.এস.টি.আই এর ডিজি কে জানাবেন বললে আব্দুল বারী বলেন, ডিজিকে বলে কোন লাভ নাই। কারণ চাঁদা আদায়ের ভাগ পরিচালক প্রশাসন ও মেট্রোলজি এবং ডিজিকে দিতে হয়। আব্দুল বারী দুর্নীতি করে বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হইয়াছেন।

এমতাবস্থায় মোঃ আব্দুল বারীর উপরোক্ত দুর্নীতি ও জালিয়াতির সঠিক তদন্ত পূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারন না করিলে প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারনের কাছে দুর্নীতির আখরা হিসাবেই পরিচিতি পাবে। সুতরাং বর্ণিত বিষয়ে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ কবির চৌধুরী)

সংযুক্তিঃ (ক) মানি রশিদের ফটো কপি -১ কপি।
(খ) সার্টিফিকেটের ফটো কপি -১ কপি।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য
১। মাননীয় সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। মহাপরিচলক, দুর্নীতি দমন কমিশন, ঢাকা।

পরিশিষ্ট নং- ০৬
পর্যবেক্ষণ নং- ৩.২

বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

ঢাকা / চট্টগ্রাম / খুলনা / রাজশাহী / [illegible]

বিএসটিআই নং- 140101 তারিখ 23/11/02

ধন্যবাদ সহকারে মেসার্স [illegible]

পত্র/বিল নং [illegible] তারিখ

টাকা [illegible] (৫০০/-x2)

নগদ/চেক নং [illegible] তারিখ

সি, এম, ফি / সদস্য পদের চাঁদা / বিজ্ঞপ্তি/মান বিক্রয় / মেট্রোলজি ফি / পরীক্ষণ ফি [illegible] (০২টি)

বাবদ গ্রহণ করা হইল।

টাকা ১০০০/- স্বাক্ষর পদবী

কাউন্টার ফয়েল (মুড়ি)

বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এণ্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন

ঢাকা / চট্টগ্রাম / খুলনা / রাজশাহী / [illegible]

বিএসটিআই নং- 140101 তারিখ 23/11/02

ধন্যবাদ সহকারে মেসার্স [illegible]

পত্র/বিল নং তারিখ

টাকা [illegible]

নগদ/চেক নং তারিখ

সি, এম, ফি / সদস্য পদের চাঁদা / বিজ্ঞপ্তি / মান বিক্রয় / মেট্রোলজি ফি / পরীক্ষণ ফি [illegible]

বাবদ গ্রহণ করা হইল।

স্বাক্ষর

মোঃ আবদুল বারী
পদবী [illegible]

টাকা ১০০০/-

কাস্টমার কপি

পরিশিষ্ট নং - ০৭
পর্যবেক্ষণ নং - ৫.১

অডিটকালীন বি এস টি আই এর জনবলের তথ্য চিত্র ঃ

শ্রেনী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত জনবল		মোট কর্মরত	শূন্যপদ	শূণ্যপদের হার(%)
		সদর দপ্তর	বিভাগীয় ও অন্যান্য অফিস			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম শ্রেনী	১৫০	৬০	৩৫	৯৫	৫৫	৩৬.৬৭
২য় শ্রেনী	১৯৯	৩১	৩৩	৬৪	১৩৫	৬৭.৮৪
৩য় শ্রেনী	১৫৫	৬৪	২৬	৯০	৬৫	৪১.৯৩
৪র্থ শ্রেনী	৭৪	৩২	২০	৫২	২২	২৯.৭৩
মোট =	৫৭৮	১৮৭	১১৪	৩০১	২৭৭	৪৭.৯২

বাঃসঃমুঃ-২০১০/১১-৬০৩৮কম/এ-৭৫০ বই-২০১১।